RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

ইতিহাসের ছোঁয়ায় গৌড় বঙ্গ

পৃষ্ঠা - ৫

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৯, কোচবিহার, শুক্রবার, ৬ মে – ১৯ মে, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 9, Cooch Behar, Friday, 6 May - 19 May, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

করোনা মিটলেই বাংলায় সিএএ: অমিত শাহ

শিলিগুড়ি: বঙ্গে গেরুয়া শিবিরের পতনের পর দীর্ঘ এক বছর বাদে বাংলায় এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দু'দিনের জন্য রাজ্য সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হারার পর এই প্রথম তিনি বাংলায় এলেন।

রাজ্যজুড়ে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান সেরে অমিত শাহ বিকেলে শিলিগুড়িতে এসে জনসভা করেন। সেখানেই সিএএ নিয়ে রাজ্যের শাসক দলকে খোঁচা দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অমিত শাহ বলেন, করোনা মিটলেই বাংলায় সিএএ করব। দিদি আপনি কিছু করতে পারবেন না। শিলিগুড়ি স্টেডিয়ামের জনসভায় জোর গলায় এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যদিও এদিনই তৃণমূল ভবনে দলীয় বৈঠকের শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও শাহকে চ্যালেঞ্জের সুরে জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই এরাজ্যে সিএএ বা এনআরসি হতে দেব না।

একবছরও হয়নি বিধানসভা ভোটে গোহারা হয়েছে বিজেপি। ভোটে পরাজয়ের এক বছর পর রাজ্যে পা রেখেই বিজেপির ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখালেন অমিত শাহ। ৫ মে শিলিগুড়িতে এক জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। শিলিগুড়ির মঞ্চ থেকে 'ভারতমাতা কি জয়' ধ্বনি তুলে অমিত শাহ বলেন, ভোটের রায় আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েও নিজেকে শোধরাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলিগুড়ি রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ময়দানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সঙ্গে বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামানিক, রাজু বিস্ত, বেং দলের অন্যান্য নেতৃবিন্দরা

তিনি পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলেন, তৃণমূলের রাজত্বে বাংলায় আইনের শাসন নেই। শাসকের আইন চলছে।অমিত শাহ বগটুইয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি দলের কর্মীদের আশা জুগিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গেও একদিন এই অত্যাচারী শাসনকে উপড়ে ফেলে ক্ষমতায় বিজেপি আসবে। আমরা এ রাজ্যে ৩ থেকে ৭২-এ পৌঁছেছি। লড়াইয়ের মাধ্যমে একদিন জনমত নিয়ে সরকারে আসব।

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে খড়িবড়িতে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

খড়িবাড়ি: নদীর উপর বেআইনি নির্মাণ ও অবৈধ ভাবে জমি কেনাবেচার অভিযোগে ৫ মে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব বর্মণকে তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোত এলাকায়। দার্জিলিং পুলিশের নকশালবাড়ি সার্কেলের এসডিপিও অচিন্ত গুপ্ত বলেন, অবৈধ ভাবে জমি কেনাবেচার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে করেছে পুলিশ।

নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে বাতারিয়া নদী। নদীর চর ঘেঁসে পানিট্যাঙ্কি-নকশালবাড়ি রাজ্য সড়কের পাশে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় সারিবদ্ধ ভাবে তৈরি হয়েছে কয়েকশো দোকান ও বাড়ি। বলাবহুল্য, বাতারিয়া নদীর চরে পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোত কালী মন্দির থেকে সবজি বাজার পর্যন্ত কয়েকশো দোকান অবৈধ ভাবে তৈরি করা হয়েছে। নদীর একদিকে রয়েছে পূর্ত দপ্তরের জমি এবং অপরদিকে রয়েছে পানিট্যাঙ্কির সতীশচন্দ্র চা বাগানের বিতর্কিত জমি। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটিয়েছে জনৈক রাজেন্দ্র গিরির পরিবার। নদীর এপারে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় রয়েছে গিরি পরিবারের দোকান ও সতীশচন্দ্র চা বাগানের জমিতে রয়েছে বসত বাড়ি। বাড়ি ও দোকানের মধ্যে যাতায়াতের জন্য গিরি পরিবার নদী বক্ষে পিলার বানিয়ে কংক্রিটের ছাদ তৈরি করে ফেলেছে। ২৯ এপ্রিল খড়িবাড়ির বিডিও নিরঞ্জন বর্মনের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক দল সরেজমিনে পানিট্যাঙ্কি গিয়ে বাতারিয়া জমি সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ পরিদর্শন করেন। এরপর খড়িবাড়ির বিডিও-র নির্দেশে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক একটি রিপোর্ট তৈরি করেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিস ঘটনার তদন্তে নামে। অবৈধ নির্মাণ ও বে আইনি ভাবে সরকারি জমি কেনাবেচার অভিযোগে পানিট্যাঙ্কি ও নকশাল বাড়ি থেকে তিন অভিযুক্তকে ৩মে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজেন্দ্র গিরির দুই ছেলে ধর্মেন্দ্র ও জিতেন্দ্র বাতারিয়া নদীর অবৈধ নির্মাণ করছে। আর নকশালবাড়ির রায়পাড়ার খোকন ঘোষ পূর্ত দপ্তরের জমিটি ৬ লক্ষ্য টাকায় রাজেন্দ্র গিরির কাছে বিক্রি করে বলে অভিযোগ। খড়িবাড়ি থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার বলেন, গিরি পরিবার জমিটি খোকন ঘোষের কাছ থেকে কিনেছিল। আবার খোকন ঘোষ এই জমিটি কেনে সঞ্জীব ঘোষের কাছ থেকে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে তৃণমূল নেতা সঞ্জীব বর্মণ পূর্ত দপ্তরের ১৬৮ বর্গফুটের এই জমিটি কয়েক বছর আগে খোকন ঘোষের কাছে বিক্রি করেছিল। এইভাবে পূর্ত দপ্তরের জমি অবৈধ ভাবে বেচাকেনার জন্য পুলিশ তৃণমূল নেতা সঞ্জীব বর্মণকে গ্রেপ্তার করে।

এপ্রসঙ্গে খড়িবাড়ির তৃনমূল ব্লক সভাপতি হিরণ্ময় রায় বলেন, পানিট্যাঙ্কিতে একাধিক জমি কেলেঙ্কারির ঘটনা রয়েছে। তিনি পানিট্যাঙ্কি এলাকার সমস্ত জমি কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি করেন।

কেন্দ্রের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত: ১০০ দিনের কাজ নিয়ে সমস্যায় নোডাল অফিসাররা

কোচবিহার: চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে ৫১লক্ষ্য ৪৩হাজার ৫৫৩ শ্রম দিবস তৈরি হয়েছে। টাকা আসবে ধড়ে নিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জায়গায় কাজের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপাতত সবই বন্ধ। ফলে বিপাকে পড়েছেন আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দারা। লেবার বাজেট অনুমোদিত না হওয়ায় ১০০ দিনের কাজ নিয়ে আশঙ্কা ছড়িয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়।

প্রতি বছর কত মানুষ ১০০ দিনের কাজে যুক্ত হবে তা ঠিক হয় লেবার বা শ্রম বাজেটে। সেই বাজেট জেলা থেকে রাজ্যে যায়। তারপর সেই বাজেট কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠানো হয়। সেখান থেকে অনুমোদন দেওয়ার পর আর্থিক বর্ষের শুরু থেকেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিন্তু ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে লেবার বাজেট এখনও অনুমোদিত না হওয়ায় জেলায় জেলায় ১০০ দিনের কাজ আটকে গিয়েছে। এবিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী পুলক রায় বলেন, ১০০ দিনের কাজ কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার গত চার মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে শেষ এই প্রকল্পের জন্য শেষ টাকা দেওয়া হয় ২৬ ডিসেম্বর। তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম হওয়া সত্ত্বেও আমরা টাকা পাচ্ছিনা। কেন্দ্র ১৫ দিনের মধ্যে ১০০ দিনের কাজের মজুরি দিতে বলছে, আবার তারাই নিয়ম ভাঙছে।

কোচবিহারে এই মুহূর্তে সবমিলিয়ে ৫লক্ষ ৯২হাজার পরিবারের কাছে অ্যাক্টিভ জব কার্ড রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র সাত থেকে আট হাজার মানুষ কাজ করছেন। এই কাজগুলি অবশ্য আগের অর্থবর্ষের। আলিপুরদুয়ার জেলায় বর্তমানে ৩লক্ষ ১০হাজার ১৪৩টি পরিবারের কাছে অ্যাক্টিভ জব কার্ড রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা ১০০ দিনের কাজের জেলার নোডাল অফিসার সুমন বাগদাস জানান, লেবার বাজেটের অনুমোদন এখনও হয়নি। তবে বার্ষিক অ্যাকশন প্ল্যান রয়েছে। তাই পুরানো কাজের সঙ্গে নতুন কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে নতুন অর্থ বর্ষের কাজ এখনও শুরু হয়নি। জলপাইগুড়ি জেলা ১০০ দিনের কাজের ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার সুচতনা দাস এই কথা জানান। তিনি বলেন, বর্ষা আসন্ন। ১০০ দিনের কাজ এখন শুরু করা না গেলে বহু জরুরি কাজ দেরি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনেক কাজ শুরু হয়েছে এবং অনেক কাজ অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বর্তমানে এখানে অবশ্য মাত্র ৭০০০ শ্রমিক কাজ করছেন। জলপাইগুড়ি জেলায় সব মিলিয়ে প্রায় চার লক্ষ্য পরিবারের কাছে জব কার্ড আছে। যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ২৮ হাজার মানুষ কাজ করছেন। পরিবার হিসাব করলে চার হাজারের কিছু বেশি পরিবার এই ১০০ দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম।

কোচবিহার জেলা নোডাল অফিসার কিংশুক মাইতি বলেন, পুরানো কাজগুলি চলছে। আশা করছি মে মাসের প্রথম দিকেই লেবার বাজেটের অনুমোদন চলে আসবে। তখন জোর কদমে কাজ শুরু হবে।

জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক

কোচবিহার: গোষ্ঠীদ্বন্দের ছায়া কোচবিহার জেলা তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠকে। বৈঠকে অনুপস্থিত জেলা তৃণমূলের একাধিক নেতৃত্ব। ৪ মে কোচবিহারে কোর কমিটির বৈঠকে তৃণমূল জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়-সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে কোর কমিটির স্থায়ী সদস্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম ছিল না বলে জানা গিয়েছে।

অন্যান্য সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণ প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় জানান, গিরীন্দ্রনাথ বর্মন হঠাৎ করে কলকাতায় চলে যাওয়ায় কোর কমিটির মিটিংয়ে অনুপস্থিত ছিলেন । বাকিরা হয়তো কোনও সমস্যার কারণে আসতে পারেননি । গত ৩ মার্চ গিরীন্দ্রনাথ বর্মনকে সরিয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি করা হয় পার্থপ্রতিম রায়কে। গিরীন্দ্রনাথ বর্মনকে জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান করা হয় । সম্প্রতি জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোর কমিটির যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাম বাদ পড়ায় চরমে ওঠে দলের অভ্যন্তরীণ কলহ। এতে অনেকে মনে করছে জেলার কোর কমিটিতে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতির মাঝে ৬ বছর পর রাজ্যে ফের শিক্ষক নিয়োগ

কলকাতা: নিয়োগ-'দুর্নীতি' তদন্তের মধ্যেই ফের রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ। ৬ বছর পর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ। ৫ মে এসএসসি – র তরফে একটি নোটিশ প্রকাশ করা হয়। দ্রুতই প্রকাশিত হবে এ সংক্রান্ত নিয়োগ – বিজ্ঞপ্তি। কত শূন্য পদ, পরীক্ষার তারিখ,যাবতীয় তথ্য জানানো হবে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। নবম – দশম ও একাদশ – দ্বাশম স্তরে শিক্ষক নিয়োগ করতে চলেছে রাজ্য। প্রধান শিক্ষক পদেও নিয়োগ হবে বলে নোটিস দিল এসএসসি।

প্রসঙ্গত, শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে অর্থাৎ যে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে এত দুর্নীতির অভিযোগ। পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। যার ফলে একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসছে। সেই শিক্ষক নিয়োগের ফলে জট সৃষ্টি হয়েছিল। সেই জটের ফলে দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ বন্ধ ছিল, প্রায় ৬ বছর। ২০১৬ সালে শেষ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পাওয়ার পর এসএসসি – কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়। তার পরেই এই নোটিস প্রকাশিত করে স্কুল সার্ভিস কমিশন।

রসিকবিলে দুই চিতাবাঘের ঘর তৈরিতে খরচ একুশ লাখ

কোচবিহার: রিমঝিম ও গরিমার জন্য ঘর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বনদপ্তর। ঘর তৈরির উদ্দেশ্য একটাই যাতে তারা রাতে আরও নিরাপদে থাকতে পারে। এই রিমঝিম ও গরিমা হল দুটি চিতাবাঘ। যারা তুফানগঞ্জের বাসিন্দা। কোচবিহার জেলার মানচিত্রে অন্যতম জনপ্রিয় নাম রসিকবিল মিনি জু। সেখানেই রিমঝিম ও গরিমার জন্য ঘর তৈরি করবে বনদপ্তর। তবে শুধু ঘর তৈরিই নয় এনক্লোজারেরও সংস্কার করা হবে। যার জন্য খরচ হবে প্রায় ২১ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়াও ম্যাকাওয়ের আবাস, রসিকবিলের ঝুলন্ত সেতুর মেরামত, পর্যটকদের জন্য বসার জায়গা, পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০লক্ষাধিক টাকার কাজ হতে চলেছে রসিকবিলে। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

রসিকবিলে পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল চিতাবাঘ। ২০০৫ সালে এখানে তৈরি হয় চিতাবাঘ রেসকিউ সেন্টার। আগে এখানে চারটি চিতাবাঘ থাকলেও বর্তমানে দুটিকে অন্য জায়গায় পাঠানো হয়েছে। এই অবস্থায় পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে রসিকবিলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে বন দপ্তর। উল্লেখ্য, বর্তমানে চিতাবাঘের রাতে থাকার জন্য যে ঘর রয়েছে তা অনেকটাই বেহাল হয়ে পড়েছে। ফলে তারা যাতে রাতে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে সেজন্য আরও দুটি ঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ঘর তৈরির পেছনে আরও দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আগামীদিনে কোন চিতাবাঘ তাদের যাতে এখানে রাখতে সমস্যা না হয় সেকথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন দপ্তর।

ঝুলন্ত সেতুটি মেরামতের জন্য তিন লক্ষ্য টাকা খরচ হবে। এছাড়া মাস দেড়েক আগে পাচারের সময় মেখলিগঞ্জ থেকে উদ্ধার হওয়ায় ১৪টি ম্যাকাও বর্তমানে রসিক বিলে রয়েছে। তাদের ঘর তৈরির জন্য প্রায় ৬ লক্ষ্য টাকা খরচ হবে।

কোচবিহারে খুলেছে চক্ষু হাসপাতাল

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: উন্নত মানের চোখের চিকিৎসা এবার মিলবে কোচবিহার শহরে। শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স হাসপাতালের ইউনিট বিডি জৈন লায়ন্স আই হাসপাতালে কোচবিহার শহর সংলগ্ন ক্যান্সার হাসপাতালে কাছে এই বিশ্বমানের চোখের হাসপাতালটি গড়ে উঠেছে। এখানে আছে অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত কর্মী ও উন্নত মানের যন্ত্রপাতি এবং অপারেশন থিয়েটার, বাইরের থেকে অনেক কম অর্থে এখানে চিকিৎসা করা যাবে। ব্যক্তিগত চ্যারিটি ফান্ডের সাহায্যে এখানে অনেক গরিব মানুষের বিনে পয়সায় অপারেশন করা হচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠা মানবিক ব্যবহারে। রোগীদের আস্থা খুব সহজেই অর্জন করেছে এই চোখের হাসপাতাল তাই এখন চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতা, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই কিংবা নেপালে ছুটতে হবে না নিজের শহরে মিলবে বিশ্বমানের চোখের চিকিৎসা অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এখানে অনেক কম খরচে চোখের অপারেশন করা হচ্ছে স্বভাবতই খুশি প্রকাশ করেছে গোটা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগীরা ও তাদের পরিবারের লোকজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর তরফ থেকে সম্পাদক জয়প্রকাশ বাজোরিয়া জানান তারা আগামী দিনে বিনা খরচে ও কম খরচে রোগী পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সবরকম চোখের চিকিৎসা যেন এই বিডি জৈন লায়ন্স আই হাসপাতালে হয় সেই চেষ্টা করবেন।

রেকর্ড মুকুল এলেও ঝড়ে যাচ্ছে সূর্যপুরী দুঃচিন্তায় আম চাষিরা

ইসলামপুর: চলতি বছরে আম গাছে রেকর্ড পরিমাণ মুকুল এলেও দুঃচিন্তায় রয়েছে আম চাষিরা। উল্লেখ্য, গতবছর সূর্যপুরী আমের ব্যাপক ফলন হলেও চলতি বছরে সূর্যপুরী আমের ফলন কম হওয়ায় আশঙ্কায় দিন কাটছে আমচাষিদের। কারণ সম্প্রতি ঝড়, শিলা বৃষ্টির প্রভাব এবং আবহাওয়ার কারণে পরিণত হওয়ার আগেই গাছ থেকে আম ঝড়ে পড়ছে। ব্যাপক শিলা বৃষ্টির প্রভাবে আমের গুটি কালো হয়ে পড়ে যাচ্ছে। উদ্যানপালন বিভাগ অবশ্য এজন্য আম গাছের পরিচর্যাকেই দায়ী করেছে।

সূর্যপুরী আমের ফলনে ইসলামপুর ব্লকের নাম রয়েছে। ইসলামপুর মহকুমার গোয়ালপোখর-১ ও ২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সূর্যপুরী আমের ফলন হয়। স্বাদে, গন্ধে অতুলনীয় এই আঁশহীন আমের চাহিদাও রয়েছে। বাংলার বাইরে বিহার ও নেপালেও এই আমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

ইসলামপুর মহকুমার উদ্যানপালন বিভাগের আধিকারিক অনীক মজুমদারের বলেন, আমের ভালো ফলন পেতে গেলে সারাবছরই পরিচর্যা দরকার। তার হয়তো খামতি ছিল। এবার ইসলামপুরের গুঞ্জরিয়া, গাইসাল ১ ও ২ এবং পন্ডিতপোঁতা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যাপক শিলাবৃষ্টি হলেও গোয়ালপোখর-১ ব্লক ও ইসলামপুরের অন্যান্য এলাকায় যা শিলাবৃষ্টি হয়েছে তাতে তেমন ক্ষতি হওয়ার নয় বলে উদ্যানপালন বিভাগের কর্তাদের একাংশের দাবি। অনীকবাবু বলেন, আমি কিছুদিন হল কাজে যোগ দিয়েছি। কর্মীর অভাবে আম গাছ পরিচর্যার বিষয়ে প্রচার সে রকম হয়না। তবে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে আম চাষে চাষিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্টিল প্ল্যান্টের মউ স্বাক্ষর

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সাথে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের অধীনস্থ বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বোকারো স্টিল প্ল্যান্টে গবেষণার পাশাপাশি ওই প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করারও সুযোগ পাবেন। সংস্থার তরফে ২৯এপ্রিল বোকারোতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন অধ্যাপক চিন্ময় ঘোষ ও শ্রেয়সী দত্ত। কলেজ সূত্রের খবর সেদিন থেকেই মউ কার্যকর হবে।

মউ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমিতাভ রায় বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। এর আগে এই কলেজের ইতিহাসে এতবড় মউ আগে কখনো স্বাক্ষরিত হয়নি। এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন মতের আদানপ্রদান হবে। বোকারো স্টিল প্ল্যান্টের কোন সমস্যা হলে কলেজের বিশেষজ্ঞরা যাবেন। কাচামাল হস্তান্তর ও প্রক্রিয়াকরণ, স্টিল উৎপাদন, পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের মত বিষয় গুলির ওপর বিশেষ জোড় দেওয়া হবে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, এই চুক্তির ফলে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দরজা খুলে গেল।

১০ টাকার মূলধনে ব্যবসা শুরু করে আজ লাখপতি ডাঙ্গাপাড়ার গাছ ব্যবসায়ী নৃপেন্দ্র দাস

আলিপুরদুয়ার: মাত্র ১০ টাকার মূলধনে ব্যবসা শুরু করে আজ তিনি কয়েক লক্ষ্য টাকার মালিক। প্রায় ৩৫ বছর আগে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে গাঁদা ফুলের চারা এনে বাড়িতে লাগিয়েছিলেন উত্তর জিৎপুরের ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা নৃপেন্দ্র দাস।বর্তমানে তাঁর এই ব্যবসাতে খাটে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এক কথায় বলতে গেলে বর্তমানে তিনি একজন সফল গাছ ব্যবসায়ী। এক সময়ে ঠেলাগাড়ি করে শহরে ফুলের গাছ নিয়ে গেলে মিলত মাত্র ৫০ টাকা। তারপর একদিন তিনি ১০ টাকা দিয়ে গাঁদা ফুলের চারা গাছ কিনে আনেন। ফুল ফুটতেই সেই গাছগুলি তিনি ৪০০ টাকায় বিক্রি করেন। সেই যে নৃপেন্দ্রর পথ চলা শুরু হয়েছিল, তারপর আর তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। নৃপেন্দ্রর কথায় স্ত্রীর সহযোগিতা না পেলে এতদূর আসা সম্ভব হতনা।

প্রথম জীবনে নৃপেন্দ্র চাষআবাদ করতেন। সেইসূত্রে এলাকার নার্সারিতে তার যাতায়াত ছিল। সেইসময় তিনি ফুল ও ফলের চারা নিয়ে বিক্রি করতেন শহরে যেতেন। তারপর বাড়িতেই ফুল ও ফলের চারা গাছ বিক্রি শুরু করেন। বাইরে থেকেও ক্রেতারা আসতে শুরু করেন গাছ কিনতে। ব্যবসা বড় করতে পুঁজির অভাব দেখা দিলে ১৫ বছর আগে স্ত্রীর নামে লোন নিয়ে তিনি নার্সারি বড় করেন। বাড়ি ছাড়াও সংলগ্ন এলাকার জমিতে নার্সারির কাজ চলে। তবে এই নার্সারিতেই থেমে থাকেননি তিনি। নার্সারিতে তৈরি হওয়া গাছপালা অসমের বিভিন্ন এলাকায় তিনি নিয়মিত বিক্রি করতেন। আর তাতেই একটু লাভের মুখ দেখতে শুরু করেন। বয়স বেড়ে যাওয়ায় এখন আর তিনি নিয়মিত অসমে যেতে পরেননা। তবে ক্রেতারা এসে চারা গাছ নিয়ে যান। উল্লেখ্য, তাঁর ফুল ও ফুলের গাছ অসম ছাড়াও দার্জিলিং ও ভুটানে যায়।

বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ভিনদেশি গাছও পাওয়া যায় নৃপেন্দ্রের নার্সারিতে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারা আনেন তিনি। ভুটানে চারা বিক্রি করে তাঁর ভালোই লাভ হত। কিন্তু বর্তমানে ভুটান গেট বন্ধ থাকায় ব্যবসা মার খাচ্ছে। গেট খোলা থাকলে বর্ষার আগেই ভুটানে বিভিন্ন ইন্ডোর প্ল্যান্ট সহ ফল ও ফুলের গাছ বিক্রি হত। এখন তা কমেছে। কিছুদিন আগেও বাঁশ দিয়ে শেড তৈরি করতেন কিন্তু প্রতিবছরই কালবৈশাখীতে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন আধুনিক শেড তৈরি করেছেন। নৃপেন্দ্রবাবু বলেন, জমি ও আর্থিক সুবিধা পেলে তিনি ব্যবসা আরও বাড়াতে চান। চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে জিজি প্ল্যান্ট, টেবিল কামিনী, এডিনিয়ামের চারা তৈরি করছেন তিনি। পিটুনিয়া, এস্টার ও পেনজির চারা তিনি দার্জিলিং-এ পাঠান। অপরদিকে ক্যামেলিয়া, এজেনিয়া সহ সাকুলেন্ট তিনি নিয়মিত দার্জিলিং থেকে আনেন। এক্সপোর্ট- ইনপোর্ট ব্যবসার লাইসেন্স না থাকায় ব্যবসার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের ওপরই তাঁকে নির্ভর করতে হয়।

কচুরিপানা থেকে তৈরি হবে জৈব সার

কোচবিহার: এবার থেকে কচুরিপানা, আগাছা, কলাগাছ থেকে তৈরি হবে জৈব সার। এব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। মাত্র ২১ দিনে এই সার তৈরি সম্ভব। বর্তমানে চাষের কাজে গরুর ব্যবহার কমে যাওয়ায় গোবর পেতে চাষিদের প্রায়ই সমস্যায় পড়তে হয়। তাই কচুরিপানা পচিয়ে জৈব সার তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। গত ছয়মাস ধরে তারা কচুরিপানা এবং আগাছা দিয়ে জৈব সার তৈরি করেছে। এতে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে।

জানা গেছে সার তৈরির প্রথম পর্যায়ে কচুরিপানা বা যে কোন জৈব পদার্থকে ছোট ছোট করে কেটে মেশাতে হবে। সবার নিচে কাটা জৈবকে বিছিয়ে এক থেকে দেড় ফুট উচ্চতা তৈরি করতে হবে। এরপর ডিকম্পোজার অর্থাৎ নভকম দ্রবণ ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। এরপর তিন থেকে চার ইঞ্চি পুরু করে গোবর ছড়ানো হয়। এইভাবে পর্যায়ক্রমে এই গাদা ছয় ফুট করতে হবে। কারণ এই গাদার উচ্চতা এর থেকে কম হলে সমস্যা তৈরি হবে। কারণ গাদার উচ্চতার ওপর গাদার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নির্ভর করে। যা নভকম কম্পোস্ট তৈরির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এইভাবে সেই গাদাকে দিনসাতেক রাখতে হবে। দিন সাতেক পর গাদার উচ্চতা কমে প্রায় তিন ফুটে এসে দাঁড়াবে। তখন গাদার চাক ভেঙে জৈব পদার্থ ভালোভাবে মিশিয়ে নভকম দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। এই গাদা রোদে তৈরি করলে সুবিধা মিলবে। গাদার উপরিভাগ শুকিয়ে গেলে মাঝমধ্যে হাল্কা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। তবে বৃষ্টির জলে এই গাদাকে ভেজানো যাবেনা। এভাবে ২১ দিন রাখার পর নভকম কম্পোস্ট জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে।

বলাবাহুল্য, ১টন নভকম কম্পোস্টের জন্য জৈব পদার্থ ও ৪০০ কেজি গোবর লাগে। অর্থাৎ সেই কম্পোস্টে কচুরিপানা থাকবে ৮০ শতাংশ এবং গোবর দিতে হবে ২০ শতাংশ। এই ১টন নভকম কম্পোস্ট বানাতে মোটামুটি ১৫ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া উঁচু জমির প্রয়োজন। কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় কোচবিহার-২ ব্লকের শুটিং ক্যাম্প এলাকার কৃষকদের একটি গ্রুপ এ বিষয়ে কাজ করছে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানী সন্দীপ হেমব্রম এই কাজে কৃষকদের সাহায্য করেছেন।

চিতা বাঘের হামলায় জখম মহিলা

ফাঁসিদেওয়া: চিতা বাঘের হামলা রাঙ্গাপানিতে। ঘটনাটি ঘটে ২৬ এপ্রিল ফাঁসিদেওয়ার অদূরে হাতভোরাজোত এলাকায়। চিতা বাঘের হামলায় এক মহিলা শ্রমিক জখম হন। আক্রান্তের নাম শান্তি ওরাঁও। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। তিনি একশো দিনের কাজে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। রাঙ্গাপানির একটি বটলীফ চা বাগানের কাছে যেতেই তাঁর ওপর চিতাবাঘ হামলা করে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ এবং বাগডোগরা ওয়াইল্ড লাইফের বনকর্মীরা। এদিন তাঁদের উপস্থিতিতে শব্দবাজি ফাটানো হলেও চিতা বাঘের খোঁজ মেলেনি।

জখম শান্তি ওরাঁওয়ের ছেলে রবীন বলেন, আমার মা কাজে গিয়ে জখম হয়েছে। বনদপ্তরের কাছে ক্ষতিপূরণের করেছি। আধিকারিকরা জানিয়েছেন বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছেন।

প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শিলিগুড়ি মহকুমার নদী থেকে চলছে আর্থমুভার দিয়ে অবৈধ বালি উত্তোলন

শিলিগুড়ি: নদী থেকে আর্থমুভার বা পকলিন নামিয়ে বালি তোলা নিষিদ্ধ হলেও তাতে কিছু যায়আসেনা বালি মাফিয়াদের। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার বালাসন, মহানন্দা, মেচী নদী থেকে অবৈধ ভাবে নিয়মিত বালি-পাথর তুলছেন বালি মাফিয়ারা। এনিয়ে বেশ কয়েকবার কয়েকজন স্থানীয় আর্থমুভার মালিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করা হয়েছিল।

আর্থমুভার বা পকলিন নামিয়ে বালি তোলার ফলে নদীর মাঝখানের কিছু জায়গায় এতটাই গভীর হয়ে গেছে যে তা রীতিমত পুকুরের চেহারা নিয়েছে। যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিবেশ প্রেমীদের মতে শুধুমাত্র বেলচা দিয়ে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হতনা। যদিও এখন সেতুর থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে কিছুটা হলেও বালি তোলা কমেছে। তা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবৈধ ভাবে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা অব্যাহত থাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বিষয়টি দেখার জন্য দার্জিলিং জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমার নদী গুলিতে পাঁচ বছরের জন্য অকশন ডেকে ঘাটের বরাত দেওয়া হয়। মাইনিং প্ল্যান ও পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার পরই নদী থেকে বালি-পাথর তোলার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, যে টাকায় অকশন হয় ছয় মাসের মধ্যে সেই টাকা বারতপ্রাপ্তকে পরিশোধ করতে হয়। বালি মাফিয়াদের বালি চুরির ফলে সরকারের প্রচুর টাকার রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। ১০০ সিএফটি বালি বা পাথরের চালান কাটা হলে সরকারের ঘরে ৩৭০ টাকার সঙ্গে পাঁচ শতাংশ জিএসটি-এর টাকা যায়। কিন্তু প্রয়োজনীয় নজরদারি ও বিএলএলআরও অফিসের একাংশের যোগসাজশের ফলে একটি চালান কেটে দুই থেকে তিন গাড়ি বালি-পাথর তুলে নিয়ে যায় বালি মাফিয়ারা। ফলে প্রায় প্রতিদিনই সরকারের প্রচুর টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয় গুলির অবস্থা

কিছুদিন আগেই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা শিক্ষকদের নিয়োগপত্র প্রদানের একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে, হয়তো দশ বছর পরে কোনও ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুলে পড়তে চাইবে না। তাঁর কথাটি বিচার করলে দেখা যায় যে স্বীকার যোগ্য। এখনকার বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করাতে চান। ফলে রাজ্য সরকারও কিছু সংখ্যক সরকারি ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় খুলেছে, তবে সে সংখ্যা খুবই কম। এবং কিছু কিছু জায়গায় শিক্ষক ও পরিকাঠামোর অভাবে বিদ্যালয়গুলি ভাল মত পরিচালনা করাও সম্ভব হচ্ছে না।

আমাদের রাজ্য সরকার ছাত্রছাত্রীর অভাবে ৮৯টি স্কুল বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি কলকাতার কিছু সরকারি স্কুলেও ছাত্র সংখ্যা এত কম যে, ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ছাত্রের অভাবে ছ'টি প্রাইমারি স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের অন্য বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। যেখানে রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক ও উচ্চ-বিদ্যালয়গুলিতে নিয়োগের দাবি উঠেছে, সেখানে সেই সব আশাবাদী চাকরি প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। আবার অন্যদিকে বহু বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাবে পড়াশুনার মানগত দিক থেকে অবনতি ঘটেছে। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারি বিদ্যালয়গুলির পুনরুত্থান বিশেষ প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

যদি মৃত্যুকে ভালবাসতে

- কৌশিক রায়

সায়ানাইড-এর প্যাকেট যেন অমৃতসম
অবসাদ বেষ্টিত জীবনের একরাশ চাহিদা
কবরেই ভালোবাসা বৃথা এ'জন্ম
যদি মৃত্যুকে ভালোবাসতে।
ভাতকে নয় জাতকে তখন বাসতে ভালো
ফ্যাসিবাদের করতে পদচুম্বন,
আলোকে লাগত অন্ধকার অন্ধকারকে আলো
যদি মৃত্যুকে ভালবাসতে,
এক ঝাঁক চিন্তার বোঝে নুইয়ে পড়তে
ধর্ষণ, আর্তনাদ, এফআইআর
পুলিশের খাতা থেকে সেই ছিঁড়ে যাওয়া এফআইআরের পাতা
তোমায় দিত উষ্ণতা
যদি মৃত্যু কে ভালবাসতে
কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে যখন দেখতে এক চিলতে রোদ
আর্তনাদে লুটিয়ে পড়তে
মৃদু উষ্ণতায় তোমার দেহ হয়ে উঠতো ক্ষতবিক্ষত
যদি মৃত্যুকে ভালবাসতে
মৃত্যুর পরে আত্মা যখন খুশিতে লুটিয়ে পড়বে পেলভ ঘাসের চাদরে,
পরজন্মে দুশ্চিন্তায় আঁতকে উঠবে,
পুনরায় প্রবেশ করতে চাইতে অর্ধদগ্ধ দেহের ভেতর।
যদি মৃত্যুকে ভালবাসতে।

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষা চর্চায় ইংরেজির ব্যবহার

....সৌরভ দত্ত

বাংলা ভাষার লেখালেখি চর্চায় বাংলা হরফে ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহার মনকে নাড়া দেয়। আপাতভাবে বিষয়টি হয়তো গুরুতর নয়, কিন্তু বাংলা লেখায় ইংরেজি শব্দের ওপর এই নির্ভরশীলতা কি বাংলা ভাষার স্বনির্ভরতার পরিপন্থী নয়? উদ্বেগটা এখানেই।

বাংলা গল্পকারদের গল্প লিখতে গিয়ে গল্পের প্রয়োজনে অনেক সময় চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপ ব্যবহার করতে হয়। আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, মুখনিঃসৃত বাংলা বাক্যে খুব দরকারে বহুল ব্যবহৃত সহজবোধ্য ইংরেজি শব্দ জায়গামতো বসিয়ে দিই। কথ্য বাংলা ভাষায় এমন টুকরো টুকরো ইংরেজি শব্দের ব্যবহার হয়তো অতটা উদ্বেগজনক নয়, যতটা উদ্বেগজনক লিখিত বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। ঠিক সেই কারণেই বাংলা গল্পকার যখন চরিত্রের মুখনিঃসৃত সংলাপে বাংলা হরফে দু-একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন, তা বাস্তবতার নিরিখে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু সংলাপের বাইরে গল্পের বাকি যে অংশ, তা তো গল্পকারের কলম-নিঃসৃত বাংলা। সেই বাংলায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তো শূন্যপ্রায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শব্দের সুবিশাল ভান্ডার নিয়ে বাংলা ভাষা কি যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয় যে সহজবোধ্য বাংলা শব্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও ঐ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়ে? স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, কিছু কথা নিশ্চয়ই আছে, যেগুলোর ইংরেজি প্রতিশব্দ এতটাই বহুল ব্যবহৃত যে কথাগুলো শুদ্ধ বাংলায় ঠিক কী, তা অনেকেই জানেন না। উদাহরণস্বরূপ 'চেয়ার' শব্দটি আদতে ইংরেজি শব্দ হলেও বাংলায় এর ব্যবহার এতটাই সাবলীল যে শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'কেদারা' বিনা ব্যবহারে অবলুপ্ত প্রায়। কিন্তু এরকম উদাহরণ হাতে গোনা, অথচ সহজবোধ্য বাংলা শব্দের জোরদার উপস্থিতি সত্ত্বেও ঐ শব্দের বদলে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রবণতা বিস্তর লক্ষণীয়।বাংলা ভাষাকে ভালোবেসে এবং বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যেসব লেখকেরা বাংলায় লেখেন, তাঁরা যদি খুব সতর্ক হয়ে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন করে চলেন, বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হয় তখনই। বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা লেখার মধ্যে বাংলা হরফে টুকরো টুকরো সহজবোধ্য ইংরেজি শব্দের ব্যবহারে দোষ নেই, এমন মতবাদের স্বপক্ষে লেখকেরা যুক্তি দেবেন যে সহজতর পথে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছতেই জায়গাবিশেষে ইংরেজি প্রতিশব্দের ব্যবহার দোষের কিছু নয়। কিন্তু যিনি বাংলায় লেখেন, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর একটি দায়বদ্ধতা থেকেই কিন্তু তাঁর শপথ নেয়া দরকার যে ইংরেজির ব্যবহার আক্ষরিক অর্থে শূন্য না হোক, শূন্যপ্রায় যেন অতি অবশ্যই হয়। ভাষাটিকে ভালোবেসেই ভাষাটিকে প্রকৃত অর্থে স্বাবলম্বী করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে লেখকদেরকেই।

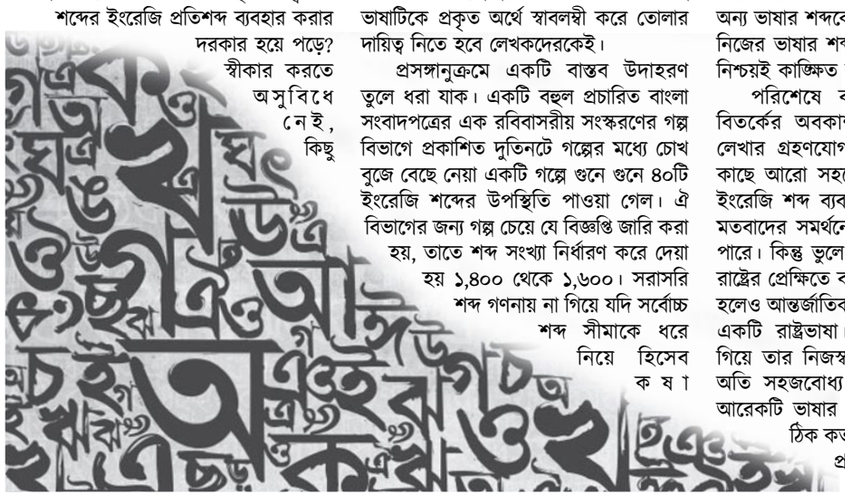

প্রসঙ্গানুক্রমে একটি বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরা যাক। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের এক রবিবাসরীয় সংস্করণের গল্প বিভাগে প্রকাশিত দুতিনটে গল্পের মধ্যে চোখ বুজে বেছে নেয়া একটি গল্পে গুনে গুনে ৪০টি ইংরেজি শব্দের উপস্থিতি পাওয়া গেল। ঐ বিভাগের জন্য গল্প চেয়ে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তাতে শব্দ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয় ১,৪০০ থেকে ১,৬০০। সরাসরি শব্দ গণনায় না গিয়ে যদি সর্বোচ্চ শব্দ সীমাকে ধরে নিয়ে হিসেব কষা হয়, তার মধ্যে সংলাপের জন্য ব্যবহৃত আনুমানিক ১০০টি শব্দকে হিসেবের বাইরে রাখলে, সংলাপ-বর্জিত অংশে গাণিতিক হিসেব অনুযায়ী ইংরেজি শব্দের ব্যবহার দাঁড়াচ্ছে ৩ শতাংশের একটু নিচে। শুকনো পরিসংখ্যানের নিরিখে ইংরেজির এই ব্যবহার হয়ত 'শূন্যপ্রায়'-এরই নামান্তর, কিন্তু অতি সহজবোধ্য বাংলা প্রতিশব্দের অস্তিত্বকে অনায়াসে তাচ্ছিল্য করে যেভাবে ঐ গল্পে 'প্র্যাকটিস', 'জিরো', 'গার্জিয়ান', 'এক্স', 'ক্রুয়েলটি', 'পেন', 'সিট', 'অ্যানিম্যাল' (বাংলায় যথাক্রমে 'অনুশীলন', 'শূন্য', 'অভিভাবক', 'প্রাক্তন', 'নির্মমতা' বা 'নিষ্ঠুরতা', 'কলম', 'আসন', 'জীব') এবং এরকম আরো কয়েকটি ইংরেজি শব্দকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে, তা যেন বাংলা শব্দভাণ্ডারকে অসম্মান করার জন্য যথেষ্ট। এসব দেখলে মনে হয়, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার যথেষ্ট সমৃদ্ধ, অর্থাৎ বাংলা ভাষা যথেষ্ট সাবলম্বী, কিন্তু ইংরেজি-নির্ভরতা থেকে যথাসম্ভব বেরিয়ে আসার শপথ নিতেই হবে বাংলা লিখিয়েদের। বাংলাভাষী হয়ে বাংলার মতো মিষ্টি ভাষাকে ভালোবাসতে হলে এই শপথগ্রহণ ভীষণ জরুরী। নাহলে এক এক করে বহু বাংলা শব্দ সীমিত থেকে অতি সীমিত ব্যবহারের ফলে লুপ্তপ্রায় দশা থেকে আরো নীচে নেমে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত দশায় পৌঁছে যাবে। অন্য ভাষার শব্দকে সাদরে গ্রহণ করতে গিয়ে নিজের ভাষার শব্দগুলোকে বিলুপ্ত করে দেয়া নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত নয়।

পরিশেষে বলি, বিষয়টি নিয়ে সুস্থ বিতর্কের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। বাংলা লেখার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে বা পাঠকের কাছে আরো সহজে পৌঁছতে দরকার মতো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে দোষ কী, এই মতবাদের সমর্থনে গুচ্ছ গুচ্ছ যুক্তি থাকতেই পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে বাংলা একটি প্রাদেশিক ভাষা হলেও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলা রীতিমতো একটি রাষ্ট্রভাষা। এক রাষ্ট্রভাষায় লিখতে গিয়ে তার নিজস্ব শব্দভান্ডারকে হেয় করে, অতি সহজবোধ্য শব্দের উপস্থিতি সত্ত্বেও, আরেকটি ভাষার সংশ্লিষ্ট শব্দকে টেনে আনা ঠিক কতখানি যৌক্তিকতা বহন করে, প্রশ্ন সেখানেই।

গল্প

সেরা বন্ধু

....অঙ্কনা সিংহ

চিত্তুরাখন্ডের গাড়োয়াল প্রদেশের এক পান্ডব বর্জিত পাহাড়ীতলীর মেয়ে আমি। এখানে শিক্ষা আলো এখনো অতটা দীপ্তমান নয়।

আমাদের জনজাতির অবুঝ, নাবালিকা মেয়েদের তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে অলিখিত বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে আমি আমাদের সমাজের এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ বলে মানি। এখানে আইনও কিছু করতে পারবে না। সব কিছুই হয় লুকিয়ে-চুপিয়ে। পূর্বতন কিছু ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ছোট ছোট মেয়েরাও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়, মানিয়েও নেয়। তবে বর্তমানে লুকিয়ে বিয়ে হয়ে গেলেও মেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, এটা একটা বড় সুখবর।

মাঝে কয়েকটা এন.জি.ও. আইনের সাহায্য নিয়ে এই দৌরত্ব কিছুটা কমিয়ে ছিল। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ধর্মীয় গোঁড়ামীকে উস্কানী দিয়ে আবার তা অতীতের কালো দিনে পর্যবসিত করেছে।

আমার জীবনের ইতিহাসের কাহিনীটা খানিকটা ওরকমই। বেশ করুণ। বাবা চাকুরিজীবি, উচ্চ-শিক্ষিত হলেও পুরোন সামাজিক রীতিনীতির ফাঁদে পড়ে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই তখন আমার সংসার, সহবাস করবার বয়স হয়নি। এক বছর আমি দিনরাত নিদারুণ অমানুষিক অসহ্য মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেছি। পরে বাবা তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে আমাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ততদিনে আমার এক বছর পড়াশুনোর ক্ষতি হয়ে গেছে। রাতে ঘুমের মধ্যে 'জেনোফোবিয়া'তে বারবার চিৎকার করে উঠতাম। তবুও আমি হারিনি, দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছি।

নিয়মের বেড়াজালে যখন বাবার দ্বিতীয়বার সাঁতরাগাছিতে রুটিন ট্রান্সফার হয়েছিল, তখন সবেমাত্র কিছুটা ধাতস্থ হয়েছি। শুধু সময় মতো স্কুলে যেতাম। বাকী সময়টা সারাদিন পড়াশোনায় ব্যাস্ত থাকতাম অথবা আনমনা হয়ে জানালার পাশে বসে বসে দিন কাটিয়ে দিতাম। কোনো অচেনা পুরুষ মানুষ বাড়ীতে দেখলেই ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে খিল দিতাম। ভয়ে কোথাও টিউশনিও পড়তে যেতে পারতাম না।

এ সময়ই আমার জীবনে হঠাৎ করে বাবার সহকর্মী মনোময়কাকুর ছেলে অঙ্কনদাদার উদয় হয়। আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট নম্র, ভদ্র, অমায়িক। তবে একটু মাতাল। আমাকে বাড়ীতে টিউশনি পড়াতে আসত। মূলত অঙ্ক আর বিজ্ঞান পড়াত। তবুও যেহেতু বাকী বিষয়গুলিতে সেই মুহূর্তে আমার কোনো গৃহশিক্ষক ছিল না, তাই যতটা পারত বাকী বিষয়গুলিও একটু একটু দেখিয়ে দিত।

বিকেলে রেইমন্ড ঝিলের পাশে বেড়াতে যাওয়া, পার্কে যাওয়া, সিনেমা দেখা, মেলাতে ঘোরাফেরা করা, দাদার সহচর্যে ধীরে ধীরে আমি জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পেরে ছিলাম।

আমার জীবনটা যে আবার হাসি-খুশিতে ভরে উঠেছিল। তা বাবা-ছোটকাকার নজর এড়ায়নি। তাই বাবা-কাকা আর দেরী করেননি, আঠারো পেরোতেই দুই পরিবারের সহমতিতে দু'জনের পাকাপাকি ভাবে রেজিস্ট্রী করিয়ে চার হাত এক করে দিয়েছিলেন।

দাদাকে হয়তো স্বামী হিসেবে অতটা মানি না, যতটা ভালো বন্ধু ভাবি। তবে একটা কথা মানি, আমার প্রথম স্বামীর চেয়ে দাদা শত গুণে অনেক ভালো। কখনো আমার উপর জোর খাটায় না। বরং আমি যাই কাজ করি না কেন? তাতে প্রচন্ড উৎসাহ যোগায়। এই যে লকডাউনের পর থেকে এখন একটু-আধরু লেখালেখি করি, এতে আমার চেয়ে ওরই আগ্রহ তুঙ্গে থাকে। যেন ও নিজে লিখছে। বড় বড় লেখাগুলো কম্পোজ করে দিয়ে যথেষ্ট হেল্প করে ও।

আমিও ওকে বাধা দেই না, নেশা করে যদি পুরোন প্রেমিকাকে ভুলে থাকতে পারে, থাকুক। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

আসলে, দু'জনেই তো ডুবন্ত নৌকার সওয়ারী ছিলাম। এখানে কার দোষ? কি করে ওসব হল? এখন ওসব ভাববার সময় নেই। মানিয়ে চললেই হল। সত্যি, এমন একটা বন্ধুকে কাছে পেয়ে, এখন আমি খুব সুখী।

সেন্টিনেল সারভেলান্সের সমস্যায় করোনা শূন্য উত্তরের ৫ জেলা

জলপাইগুড়ি: করোনার চতুর্থ ঢেউ নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় অল্প অল্প করে সংক্রামিতের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সেন্টিনেল সারভেলান্স নামে একটি সমীক্ষা করা হয়। ২৭ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত করা প্রথম রাউন্ডের সারভেলান্স রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলায় করোনার প্রকোপ উদ্বেগজনক কিছু নয়। উত্তরবঙ্গের চিত্রও প্রায় একইরকম। তবে স্বাস্থ্য কর্তারা এতে উচ্ছসিত হতে নারাজ। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি ডাঃ সুশান্ত রায়ের বক্তব্য, প্রত্যেকে যাতে সতর্ক থাকেন সেই অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাজ্যের ২৭টি জেলায় এই সমীক্ষা ১০ হাজার ৭১০ জনের লালার নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পজিটিভ রিপোর্ট আসে মাত্র ১৯ জনের। পজিটিভ রেট ০.১৮ শতাংশ। কোচবিহারে পরীক্ষা করা হয় ৪০৭ জনের নমুনা।পজিটিভ রিপোর্ট আসে মাত্র এক জনের। আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে যথাক্রমে ৪০০, ২২৯ ও ৪০২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এই তিন জেলায় কোন সংক্রমিতের সন্ধান মেলেনি। দার্জিলিং জেলায় ৩৯৫ জনের মধ্যে সংক্রমিত ১ জন। উল্লেখ্য, সমীক্ষায় ৪৫ বা তার বেশি বয়সীদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। নমুনা সংগ্রহের পাশাপাশি কারোও কোন কোমর বিডিট আছে কিনা সেদিকটিও খতিয়ে দেখা হয়। তাতে দেখা গেছে ক্রনিক ফুসফুস রোগীর সংখ্যা সব থেকে বেশি। তারপরে রয়েছে উচ্চরক্ত চাপ ও ডায়াবিটিসের সমস্যা।

রাস্তায় চলবে না পুরনো গাড়ি

কলকাতা: রাস্তায় আর গড়াতে পারবে না ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি! অর্থাৎ ১৫ বছরের পুরনো ১০ লক্ষ গাড়িকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকেই মেয়াদ উত্তীর্ণ গাড়ির মালিকদের ঠিকানায় নোটিস পাঠাবে পরিবহণ দপ্তর। মে-জুন মাসজুড়ে চলবে শুনানি।

মালিকদের ডেকে সংশ্লিষ্ট গাড়ি রাস্তায় না নামানোর অনুরোধ জানাবেন আধিকারিকরা। তারপরই শুরু হবে সরকারি খাতায় গাড়িগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়া। সেই লক্ষ্যে কিছু দিনের মধ্যেই নিজস্ব 'স্ক্র্যাপ পলিসি' ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে গাড়ি ভাঙার জন্য নির্দিষ্ট বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন করে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হবে। জমি, পরিকাঠামো তৈরির দায়িত্বও থাকবে ওই সংস্থার হাতে। নবান্ন কেবলমাত্র 'লাইসেন্স' দেবে।

বোর্ডই সার, সচেতনতার অভাবে ও উইকএন্ডের ভীড়ে প্রমাদ গুনছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল

শিলিগুড়ি: বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে ঘেরা ফারাবাড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের কাছে এক অমোঘ আকর্ষণ। আর সেই আকর্ষণেই যে কোন ছুটির দিন বা উইকএন্ডে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে ভিড় জমান শিলিগুড়ি সহ আশেপাশে এলাকার মানুষ। আর এই শহরের মানুষের ওপর নির্ভর করেই স্থানীয় মানুষের জীবন যাত্রায় এসেছে পরিবর্তন। তিন এলাকার সংযোগকারী সেতু গুলোর কাছে চিপস, কোল্ডড্রিকংসের দোকান দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুধু দোকানই নয় এলাকায় গজিয়ে উঠেছে একাধিক রেস্টুরেন্ট। ফলে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে এলাকা শহরবাসীর কাছে বাড়তি আমেজ যোগ করলেও আয় ও বিনোদনের এই নতুন উৎস প্রকৃতির ধ্বংসের এক বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ জঙ্গল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা চিপসের প্যাকেট, কোল্ডড্রিকংসের বোতল, উচ্ছিষ্ট রীতিমত ভাঁজ ফেলেছে পরিবেশ প্রেমীদের কপালে। এব্যাপারে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক মৌমিতা গোদরাবসু বলেছেন। প্রয়োজনে বনদপ্তর সচেতনতা সংক্রান্ত ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে ঘেরা ফারাবাড়ি। সাহু নদীর সেতুর কাছে বিভিন্ন গাছে লেখা রয়েছে প্লাস্টিক, আবর্জনা জঙ্গলে ফেলবেননা। তারপরও বিভিন্ন গাছের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে চিপসের প্যাকেট থেকে শুরু করে রান্নার বিভিন্ন সামগ্রী। তাছাড়া সেতুর পাশে থাকা দোকান গুলির আশেপাশেও জমানো হচ্ছে আবর্জনা। দোকানদাররা জানান এই আবর্জনা তারা জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও ফেলে দেন। এত গেল ক্রেতাদের কথা। বিক্রেতাদের অসচেতনতার লিস্টটা আরও বড়। জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গা মদের বোতল থেকে শুরু করে সিগারেট, চিপসের প্যাকেট, জলের বোতল। সবচেয়ে বেশি আবর্জনা নজরে পড়বে রাজ ফাঁপড়িতে এলাকার সাহু নদী সংলগ্ন আবর্জনা স্তূপ রীতিমত চিন্তায় ফেলবে যে কোন পরিবেশ সচেতন মানুষকে। ডাবগ্রাম ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সকালে ফাড়াবাড়ি হয়ে ওই রাস্তায় হাঁটতে বের হলে নাকে কাপড় দিয়ে বের হতে হয়। তিনি বলেন সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়াচ্ছে রেস্টুরেন্ট থেকে ফেলা উচ্ছিষ্টের কারণে। অবিলম্বে দোকানদার ও রেস্টুরেন্ট মালিকদের এ ব্যাপারে সচেতন করা প্রয়োজন। আবর্জনা, জঞ্জাল, প্লাস্টিকের প্যাকেট সব মিলিয়ে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংসের মুখে।

কর না মেটালে জল বন্ধ শিল্প ইউনিটে কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে শীঘ্রই হবে কার্যকর

জলপাইগুড়ি: জেলায় জেলায় নিষক্রিয় শিল্প ইউনিট গুলির বিরুদ্ধে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। কর না মেটালে আপাতত নিষক্রিয় শিল্প ইউনিট গুলির জল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় শীঘ্রই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের (ডব্লিউইউবিআইআইডিসি) কার্যনির্বাহী বাস্তুকার আশিস কুমার গায়েনকে চিঠি মারফত রাজ্য সরকার ঐ অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে। আশিসবাবু জানান, কোচবিহারের চকচকা, জলপাইগুড়ির রানিনগর ও ডাবগ্রাম শিল্পাঞ্চলে চালু বা বন্ধ কারখানার মালিক বা জমি নিয়ে ফেলে রাখা শিল্পোদ্যোগীদের সার্ভিস ট্যাক্স ও বকেয়া কর পরিশোধ করতে বলা হবে।

শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের অনুমান কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির তিনটি শিল্পাঞ্চলে বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় তিন কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর সঙ্গে জিএসটি ও ব্যাঙ্কের সুদ যোগ করলে বকেয়া প্রায় পাঁচ কোটির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। আশিসবাবু বলেন, রানিনগর শিল্প তালুকে রাস্তা, নিকাশিনালা, ওয়াটার হারভেস্টিং প্রকল্প ইত্যাদি তৈরির পাশাপাশি পুরো এলাকা ক্যামেরা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দমকলকেন্দ্র নেই বলে অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে রানিনগরে। শিল্প ইউনিট গুলি এই ব্যবস্থায় সরাসরি আগুন নেভানোর জন্য জল পায়। এছাড়া বড় জলাধার তৈরি করে শিল্প ইউনিট গুলির ভেতরেও জল সরবরাহ করা হয়। কর না দিলে এই জলের সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাম আমলে ১৯৮৪ সাল থেকে রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন শুরু হয়। ১৯৯০ সালে এই শিল্পতালুকে কয়েকটি ভারি শিল্প ইউনিট চালু হয়। ১৪৮.৩ একর জমিতে শিল্প কারখানা গড়তে ২৮টি শিল্প ইউনিটকে ১২২ একর জমি দেওয়া হয়েছিল। এই ২৮টি ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ঠাণ্ডা পানীয়, রান্নার গ্যাস রিফিলিং প্ল্যান্ট, মুরগির খাবার, বেকারি, ধূপকাঠী সহ ১৭টি কারখানা চালু আছে। পাঁচটি বন্ধ। আর কয়েকটি সংস্থা আবার কারখানা চালুই করেনি। ডাবগ্রামে ৫০টি শিল্প ইউনিট ও কোচবিহারে ৭০টি শিল্প ইউনিট আছে। নিগম জানিয়েছে অনেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে কারখানা চালু করেও বন্ধ করে দিয়েছে। অনেকে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজই শুরু করেনি। অনেকে আবার জমি নিয়ে ফাঁকা ফেলে রেখেছে। তাদের সবাইকেই কর দিতে হবে। কারখানা না করলে বা বন্ধ করে দিলেও জমির রেজিস্ট্রেশন ঐ সব সংস্থার নামেই রয়েছে।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের যুগ্ম সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া জানান, রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে অনেক বছর ধরে বহু শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে আছে। এখানে নতুন আগ্রহী শিল্পপতিদের সুযোগ করে দিতে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, বকেয়া কর মিটিয়ে শিল্পপতিদের উচিত সরকারকে সাহায্য করা।

এক্সপার্টসদের মতে ভ্যাক্সিনেশন রোগের তীব্রতা হ্রাস করে

কলকাতা: ওয়ার্ল্ড ইমিউনাইজেশন উইক ২০২২-এর থিমটি রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য সকল বয়সের মানুষের দ্বারা ভ্যাক্সিনেশন প্রচার করার মাধ্যমে সুস্থ জীবনের উপর ফোকাস করে। ডব্লিউএইচও শেয়ার করেছে যে বিশ্বব্যাপী ১.৫ মিলিয়ন মৃত্যুকে সময়মত টিকা দেওয়ার কারণে প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ভারতে সফল টিকাদান অভিযানের মাধ্যমে পোলিও সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয়েছে। টিকা শুধুমাত্র সংক্রামক রোগের সাথে সম্পর্কিত অসুস্থতা এবং মৃত্যু প্রতিরোধে সহায়তা করে না, তারা শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে লাভও ধরে রাখে। এর লক্ষ্য হল চিকিৎসক সম্প্রদায়কে সক্রিয় করা এবং নির্দিষ্ট প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা। বয়স্ক ব্যক্তি এবং অন্তর্নিহিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ যা কার্যকরভাবে ভ্যাকসিন দ্বারা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। কোভিড-১৯-এর পরে, ভ্যাকসিনের প্রতি সবার বিশ্বাস বেড়েছে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিনেশনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি এবং বৃদ্ধি বয়স্কদের সুরক্ষার জন্য, যারা গুরুতর রোগে ভুগছেন তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের সব বয়সের মানুষদের মধ্যে ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। পোলিও এবং স্মলপক্সের মতো একাধিক রোগ টিকাগুলির সাফল্যের হার দেখিয়েছে যেগুলি ভারত সরকার দ্বারা টিকাদানের প্রচারের জন্য তৈরি করা কঠোর টিকা ড্রাইভ এবং মিশনগুলি অনুসরণ করে চলেছে। একটি সুস্থ শিশু এবং পরিবারই একটি সুস্থ সমাজ এবং এইভাবে একটি সুস্থ জাতিকে উন্নীত করতে পারে।

সিএমআরআই কলকাতার পালমোনোলজিস্ট ডাঃ রাজা ধর বলেছেন, "জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের রিপোর্ট অনুসারে, ভারতের বয়স্ক জনসংখ্যা ৪১% বৃদ্ধি পেতে চলেছে, টিকা দেওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি হসপিটালে ভর্তি হওয়া এবং রোগের তীব্রতা হ্রাস করে।"

গৃহিনীদের স্বপ্ন সাকার করে আইটিসি'র সানরাইজ পিয়োর

শিলিগুড়ি: পশ্চিমবঙ্গের রান্নায় উৎসাহী মহিলাদের উৎসাহ জোগাতে আইটিসি লিমিটেডের সাইনরাইজ পিয়োর যে 'আজকের অন্নপূর্ণা' ক্যাম্পেন শুরু করেছিল, তা সমাপ্ত হয়েছে। সাইনরাইজ পিয়োর হল পশ্চিমবঙ্গে মশলার ক্যাটাগরিতে মার্কেট লিডার। সানরাইজ পিয়োরের এই ক্যাম্পেনের উদ্দেশ্য ছিল রান্নার জগতে নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলায় আগ্রহী মহিলাদের ক্ষমতায়ণ করা।

২০২১-এর ১১ সেপ্টেম্বর আরম্ভ হওয়া প্রতিযোগিতায় কলকাতার সেইসব মহিলাদের আহ্বান জানানো হয়েছিল, যারা নিজেদের ফুড বিজনেস শুরু করতে আগ্রহী। শর্টলিস্টেট মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ফাইনান্স, সোস্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, কুকিং ও প্লেটিং এবং রেস্টুর্যাযন্ট চালানোর কৌশল বিষয়ে। তাদের নিজস্ব ইউটিউব রেসিপি ভিডিয়ো রেকর্ড করতে শেখানো হয় ও সেগুলি সানরাইজ পিয়োরের সোস্যাল মিডিয়া পেজে আপলোড করা হয়। ফিনালেতে ১০ জন টপ ফাইনালিস্টের মধ্য থেকে বিজয়ীনি হন শাহ্লা আহ্মেদ। বিচারক ছিলেন শেফ সুশান্ত সেনগুপ্ত ও অপরাজিতা আড্ডি। ১.৫ লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার ছাড়াও শাহ্লা আহ্মেদের খাবারের দোকান 'সাব্রিসা'কে ঢেলে সাজিয়ে দেওয়া হয় এবং ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলির সঙ্গে সেটির সংযোগ ঘটাতে সাহায্য করা হয়, যাতে গ্রাহকসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

উল্লেখ্য, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সানরাইজ পিয়োর বাংলার ঘরে ঘরে খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের নানারকম মশলার মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় মাস্টার্ড পাউডার, সর্ষে পোস্ত, সুক্তো ও শাহী গরম মশলা।

তিনমাসে বকেয়া কোটি টাকার বেশি, দুই জেলার কারখানাকে কর পরিশোধের নোটিশ

জলপাইগুড়ি: অবশেষে কার্যকর হল নোটিশ। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার দুটি শিল্প বিকাশ কেন্দ্রের কারখানা গুলির জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত তিনমাসের সার্ভিস কর পানীয় জল ব্যবহারের কর পরিশোধের নোটিশ পাঠালো রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগম। কোচবিহার জেলার প্রায় ১কোটি ৩০ লক্ষ্য টাকা এবং জলপাইগুড়ি জেলার রানিনগর শিল্প বিকাশ কেন্দ্রে বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ্যের বেশি। এই দুই শিল্পবিকাশ কেন্দ্রের শিল্প ইউনিট গুলি নোটিশ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে বকয়া কর না পরিশোধ করলে নিগমের তরফ থেকে জল সরবরাহের সংযোগ কেটে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহারের চকচকার শিল্পবিকাশ কেন্দ্রে প্রায় ৭০টির মত কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে হাতেগোনা ১৫ থেকে ২০টি ইউনিটের কাছে পানীয় জল, রাস্তা, পথবাতি, ফায়ার ফাইটিং পরিষেবার জন্য আলাদা জলের পাইপলাইন পরিষেবা, সাফাইয়ের মতো কাজের জন্য পরিষেবা কর বাবদ প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ্য টাকার মতো কর বকেয়া রয়েছে। উল্লেখ্য চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত অনেক শিল্প ইউনিট পরিশোধ করেনি।

এদিকে জলপাইগুড়ির রানিনগর শিল্পাঞ্চলেও ২৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৭টি ইউনিট চালু রয়েছে। বাকি পাঁচটি কারখানা বন্ধ থাকলেও তাদেরও সার্ভিস কর বাকি রয়েছে। কারখানার জন্য জমি নিলেও সেখানে এখনও পর্যন্ত কোন কাজই শুরু করেনি। রানিনগরেও বন্ধ ও নতুন মিলিয়ে ১২টি কারখানাকে কর পরিশোধের নোটিশ পাঠানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের রানিনগর ডিভিশন থেকেই দুটি শিল্পাঞ্চলে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এই ডিভিশনের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার আশিসুমার গায়েন বলেন, মেল ও হাতে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। শিল্পাঞ্চলের জল ও বিদ্যুতের জন্য আমাদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতি মাসে বিল মেটাতে হয়। তাই কর বকেয়া রাখা যাবেনা। যাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে তাদের আলাদা করে ইউজার আইডি দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে সেই ইউনিট অনলাইনেও বকেয়া কর জমা দিতে পারবেন। এক সপ্তাহ থেকে ১০দিন পর্যন্ত দেখার পর জলের লাইন কেটে দেওয়া হবে।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের যুগ্ম সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, আমরা সম্প্রতি রাজ্যের বিশ্ব বানিজ্য সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলাম। রাজ্য সরকার যখন উত্তরবঙ্গে শিল্পে বিনিয়োগ করতে আমাদের সহযোগিতা চাইছে তখন আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন, নতুন শিল্প আসছে তাই পুরানো শিল্পাঞ্চলগুলিতে সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখতে বকেয়া কর পরিশোধ করে আমাদেরও এগিয়ে আসা উচিত।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় শারীর বিজ্ঞান সম্মেলন

পার্থ নিয়োগী

কল্যাণী: গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল এই দুদিন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিজ্ঞান বিভাগ ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, কলকাতা চ্যাপ্টারের যৌথ উদ্যোগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যাগলয়ে "সাসটেইনেবল হেল্থ সায়েন্স ফর ফিউচার জেনারেশানস" থিমের উপর এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর সভাগৃহে আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বর্তমান সাধারণ সভাপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিশেষ সম্মানীয় অথিতি প্রফেসর ড. বিজয়লক্ষ্মী সাক্সেনা। প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন ব্রিটিশ উপদূতাবাস, কলকাতার মাননীয় উপদূত মিষ্টার নিক লো মহাশয়। বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর ড. অশোক কুমার সাক্সেনা মহাশয়। পুরো অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মানস কুমার সান্যাল।

ঐদিন সকাল দশটায় উদ্বোধনী সঙ্গীত, বিশিষ্ট অতিথিদের মঞ্চে উপবেশন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এবং জাতীয় সম্মেলনের সাংগঠনিক সভাপতি প্রফেসর ড. গৌতম পাল এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, কলকাতা চ্যাপ্টারের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মনোজ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রফেসর ড. বিজয়লক্ষ্মী সাক্সেনা। জাতীয় সম্মেলনের প্রসিডিংসের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রফেসর ড. অশোক কুমার সাক্সেনা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মিষ্টার নিক লো মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যা লয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন প্রফেসর ড. কেকা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যাসলয়ের আই.কিউ.এ.সি. এর ডিরেক্টর প্রফেসর ড. নন্দ কুমার ঘোষ।

সারা দেশ থেকে প্রায় একশো পঁচাত্তর জন গবেষক তাঁদের গবেষণাপত্র সূচারুভাবে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরেন। আলোচনা সভাটি বক্তাদের দক্ষতায় অত্যকন্ত মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

জাতীয় সম্মেলনের অনন্য আকর্ষণীয় দিকটি হল "চিল্ড্রেন্স সায়েন্স কংগ্রেস"। দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণার উপরে আমাদের আর্থ-সামাজিক এবং মানুষের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নির্ভর করে। এজন্য গবেষণার ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। গবেষণার অভিমুখ কি হবে তা নির্ধারণ করার জন্য স্কুল লেভেল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য চিল্ড্রেন্স সায়েন্স কংগ্রেসের আয়োজন করা হয়েছে। স্কুলের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার জন্য এটি একটা অভিনব উদ্যোগ। রাজ্যের চল্লিশটিরও বেশি স্কুলের একশোর বেশি ছাত্রছাত্রী তাদের বিজ্ঞান ভাবনা অত্যন্ত আকর্ষণীয় মডেল এবং পোষ্টারের মাধ্যমে তুলে ধরে। সেরা তিনজন ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। চিল্ড্রেন্স সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক বিজয়লক্ষ্মী সাক্সেনা। প্রধান অতিথি ছিলেন কল্যাণী পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান বলরাম মাঝি। কিনোট অ্যাড্রেস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপচার্য অধ্যাযপক ড. অলোক কুমার ব্যা নার্জী মহাশয় এবং পুরুলিয়া সিদো কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. শমিতা মান্না মহাশয়া। কিনোট অ্যাড্রেস দেন এন.আই.বি.এম.জি., কল্যাযণীর ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যা পিকা ড. শর্মিলা সেনগুপ্ত। ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি অত্য.ন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। তাদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। অর্গানাইজিং কমিটির সম্পাদক ড. শুভাশিস সাহর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নববর্ষের সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দিল নান্দনিক

কোচবিহার: এবারের নববর্ষের কোচবিহারে প্রধান আকর্ষণ ছিল উৎসব অডিটোরিয়ামে কোচবিহারের নান্দনিক সংস্থার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা কোচবিহার পুরসভার পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়,কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

নান্দনিকের তরফে এদিন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনদের ' নান্দনিক সন্মাননা' প্রদান করা হয়। এদের অন্যতম হলেন ইতিহাসবিদ নৃপেন পাল, প্রবীণ শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য,নাট্যব্যাক্তিত্ব দীপায়ণ ভট্টাচার্য, নির্মল দে, সঙ্গীত শিল্পী মানসী নন্দী,পার্থপ্রতিম বিশ্বাস,তবলা শিল্পী কঙ্কণ নন্দী, সঙ্গীত পরিচালক আনন্দ সোনার প্রমুখ। প্রবাদপ্রতিম নৃত্যগুরু পন্ডিত বিরজু মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'ছন্দমেলার' শিক্ষার্থীরা এদিন অসাধারন নৃত্য পরিবেশন করে। গানে গানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় প্রয়াত সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর,গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পী লাহিড়ী এবং গীতিকার তথা সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কে।

আনন্দ সোনারের পরিচালনায় কুশলী যন্ত্র শিল্পীদের সহযোগিতায় ক্ষুদে শিল্পী সহ চল্লিশজনের সমবেত গানের আসর ছিল এক কথায় অসাধারন। একই সাথে বিশেষভাবে নজর কারে বাপ্পা অধিকারী,তন্বী দে,ঋতচেতা দেব,অস্মিতা শর্মা, ঈশিত্রী চৌধুরী,প্রজ্ঞা পাল,সায়ন্তনী ঘোষ। বর্ষবরণ উপলক্ষে নান্দনিকে আবৃত্তি কোলাজের অনুষ্ঠান সকলের প্রশংশা আদায় করে নেয়। এদিনের এই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে নান্দনিকের কর্ণধার পার্থ প্রতিম সাহা বলেন ' প্রতি বছর নতুন প্রতিভা মঞ্চে নিয়ে আসাই তাদের লক্ষ। একইসাথে তিনি বলেন ভাল যন্ত্রানুষঙ্গের সাথে কোচবিহারে থেকেও ভাল উপস্থাপনা করা সম্ভব' যা এদিন করে দেখাল নান্দনিক।

মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামে রাস্তার নাম ফলক উদ্বোধন

সম্প্রতি বাংলাদেশের রংপুর শহরে সমাজসংস্কারক মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামে রাস্তার নাম ফলক উন্মোচন হল। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই নাম ফলক উন্মোচন করেন।

এই উপলক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি আনন্দ চন্দ্র বর্মন। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও সাবেক অতিরিক্ত রংপুর বিভাগীয় কমিশনার নারায়ন চন্দ্র বর্মন ঠাকুরগাঁও ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা নির্মল চন্দ্র বর্মন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের রংপুর মহানগর শাখার সম্পাদক তথা আইনজীবী প্রশান্ত রায় এবং আইনজীবী জিতেন্দ্র ধীরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন। বীর মুক্তিযোদ্ধা জীবধন বর্মন অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন চন্দ্র রায় অধ্যাপক বিমল চন্দ্র রায় দিনাজপুর ক্ষত্রিয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় রায় বি টি সি এল এর সাবেক পরিচালক মুকুল চন্দ্র বর্মন এবং ক্ষত্রিয় সমিতি রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলার সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির মাঠে এদিনের সভায় সঞ্চালনা করেন রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির সম্পাদক তথা কাউন্সিলর হারাধন রায় বাংলাদেশের রংপুরের মনীষী পঞ্চানন বর্মার নামে রাস্তার ফলক উন্মোচন উদ্বোধন হওয়ায় খুশি মনীষী পঞ্চানন বর্মার পরিবারের সদস্যরাও এর জন্য বাংলাদেশ সরকার রংপুর সিটি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান মনীষী পঞ্চানন বর্মার পরিবারের তরফ থেকে অংশুমান বর্মা ও বিধান বর্মা। শুধু বাংলাদেশ নয় এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী সমাজের অনেক গুনীজন এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বুক রিভিউঃ

"ইতিহাসের ছোঁয়ায় গৌড় বঙ্গ"

পার্থ নিয়োগী

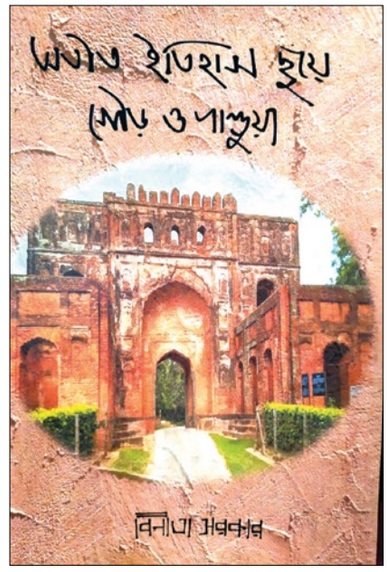

প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমি। যা আজকে গৌড় বঙ্গ বলে পরিচত। বর্তমানে এর প্রায় অর্ধেক অংশ বাংলাদেশে। ইতিহাসবিদরা বলেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিশ্রনে আধুনিক সংকর বাঙালি জাতির উদ্ভব এখানেই হয়েছে। যা ডিএনএ বিশ্লেষণ করে প্রমান করে 'আদি বাঙালির ইতিহাস সন্ধানে' বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী অজয় রায়। দুই বাংলার অবিভক্ত দিনাজপুর,মালদা,রাজশাহী নিয়ে এই ভুখন্ড। ওপারে আছে পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার আর এপারে আছে বাণগড়ের মত প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য। এখানে শাসন করেছেন হুসেন শা। পদধূলি পরেছে চৈতন্য মহাপ্রভুর। তবুও ইতিহাস নির্ভর পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ করে এপারের গৌড়বঙ্গ কে সেভাবে তুলে ধরা হয়নি। অথচ পর্যটন শিল্প বিকাশের এক বিশাল সম্ভাবনা আছে গৌড়বঙ্গে। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে লেখা বইও খুব কম। আর সে ভাবনা থেকেই গৌড়বঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলি কে বই এর রূপ দিয়েছেন শিক্ষিকা ও কবি বিনীতা সরকার। রায়গঞ্জের মানুষ তিনি ফলে গৌড়বঙ্গের প্রতি তার আলাদা এক আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। তিনি চান তার গৌড়বঙ্গের ইতিহাস জানুক বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। বর্তমানে কর্মসূত্রে ধুপগুড়িতে থাকেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি কবিতা লেখা,ভ্রমণ ও ফটোগ্রাফি তার শখ। তাই নিজের গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন স্থানের বিবরন সুন্দর ভাবে অল্প কথায় তুলে ধরেছেন নিজের লেখা ' অতীত ইতিহাস ছুয়ে গৌড় ও পান্ডুয়া' বইতে। বইটি কে তিনি বোঝাবার স্বার্থে গৌড় ও পান্ডুয়া এ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। গৌড়ের মধ্যে তুলে ধরেছেন রামকেলী ধাম,বড় সোনা মসজিদ,ফিরোজ মিনার, বল্লাল সেন বাটির মত বহু ঐতিহাসিক স্থান কে। আবার ঠিক একইভাবে পান্ডুয়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন পান্ডুয়া দরগা শরিফ, একলাখী সমাধি সৌধ,আদিনা মসজিদের মত ঐতিহাসিক স্থান কে। ভাল লাগে ঠিক একইভাবে প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্র আদিনা ডিয়ার পার্ক কে সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার জন্য। সবচেয়ে প্রশংসার যে কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বিবরণ এর মধ্যেই লেখিকা থেমে থাকেন নি। খুব সুন্দরভাবে সেখানকার অবস্থান বর্ননা করেছেন। ফলে ঐ স্থানগুলিতে কিভাবে যেতে হবে তারও একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাই বইটি শুধু মাত্র গৌড়বঙ্গের ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখেনি। সেইসাথে হয়ে উঠেছে যেন গাইড বুকও। বইটির প্রচ্ছদটিও বেশ। এর কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য দুই প্রচ্ছদ শিল্পী নীলাদ্রি দেব ও আদিত্য সিংহের। কোচবিহারের বিরক্তিকর প্রকাশনার বইটি সংরক্ষনযোগ্য বটে।

প্যানাসনিক লাইফ সলিউশনস-এর নতুন প্রোডাকশন ইউনিট উদ্বোধন

কলকাতা: প্যানাসনিক কর্পোরেশনের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্যানাসনিক লাইফ সলিউশনস ইন্ডিয়া অন্ধ্র প্রদেশের শ্রী সিটিতে তার নতুন প্রোডাকশন ইউনিট খোলার কথা ঘোষণা করেছে। এর লক্ষ্য হল দ্রুত উপাদান সরবরাহ এবং গ্রাহকদের আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে বাজারের সমন্বয় বিকাশ করা। কারখানাটি আগামী ৫ বছরের মধ্যে প্রতি বছর ২০০ মিলিয়নেরও বেশি সুইচ তৈরি করার লক্ষ্য রাখে।

'অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয়' ইউনিটটি ১৩৩,৫৮৪ বর্গমিটার জুড়ে বিস্তৃত এবং বর্তমানে ৩৭,০২৫ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। এটি দক্ষিণ ভারতে কোম্পানির প্রথম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রোডাকশন বেস এবং উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের পরে ভারতে সপ্তম তম সুবিধা হবে। কোম্পানি দুটি পর্যায়ে মোট ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে যার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকার প্রথম ধাপ তৈরি করা হয়ে গেছে। এটি একটি কার্বন-নিরপেক্ষ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি প্রদানের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং কার্বন নিরপেক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবদান রাখবে। এটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী এবং প্রাথমিকভাবে রোমা, পেন্টা মডুলার এবং রোমা আরবানকে কভার করে ওয়্যারিং ডিভাইস পণ্য তৈরিতে ফোকাস করবে। প্রথম বছরে উৎপাদন ক্ষমতা ৮০ মিলিয়ন ইউনিট এবং বিক্রয় আরও প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে এটি বছরে ১৫% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি আর্থিক বছর ২০২৫-এর মধ্যে শুধুমাত্র ওয়্যারিং ডিভাইস পণ্যগুলির জন্য একটি স্থানীয় সরবরাহকারী নেটওয়ার্ক তৈরি করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্যানাসনিক লাইফ সলিউশনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ কাজুকি ইয়াও বলেছেন, "আমরা ভোক্তা সংযোগ তৈরিতে, শিল্প সংযোগ বাড়াতে এবং উৎপাদন ফ্রন্টে এর দৃশ্যমানতা উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছি।"

বৃক্ষরোপণে সিগ্রাম'স ১০০ পাইপার্স-এর এনএফটি

শিলিগুড়ি: সিগ্রাম'স ১০০ পাইপার্সের 'প্লে ফর আ কজ' প্লাটফর্ম বিগত কয়েক বছর ধরে সমাজে ইতিবাচক প্রভাবদায়ী কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এভাবে তারা পরীক্ষামূলক ভাবে তাদের ব্র্যান্ডের মূলসুর 'বী রিমেম্বার্ড ফর গুড' রূপায়িত করে চলেছে।

আরোহ ফাউন্ডেশনের (AROH Foundation) সহযোগিতায় এবছর সিগ্রাম'স ১০০ পাইপার্স 'প্লে ফর আ কজ' এক সবুজতর ভবিষ্যতের জন্য ১ বছরে ১ মিলিয়ন বৃক্ষরোপণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে। এই কর্মকান্ড আরম্ভ হয়েছে ধরিত্রী দিবসে (২২ এপ্রিল)। একইসঙ্গে সিগ্রাম'স ১০০ পাইপার্স ভবিষ্যতমুখী প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে এবং ভারতের প্রথম পরিবেশ সংক্রান্ত এনএফটি লঞ্চ করেছে, যার উদ্দেশ্য বৃক্ষরোপণ করা। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নাও ফান্ডিং টুমরো'।

'পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ' বিষয়ক ১৩টি এনএফটি বিক্রয় করা হচ্ছে এই ক্যাম্পেনের আওতায়। ২২ এপ্রিল থেকে এগুলি ক্রয় করা যাবে এখান থেকে: https://ngagen.com/100pipers। এনএফটি থেকে বিক্রয়লব্ধ সকল অর্থ প্রদান করা হবে আরোহ ফাউন্ডেশনকে, যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগকে প্রসারিত করবে।

ভালভোলিন দ্বারা চালিত 'হ্যাপিনেস ট্রাক'

কলকাতা: অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল নির্মাতা এবং একটি শীর্ষস্থানীয় গ্লোবাল লুব্রিকেন্ট প্রস্তুতকারক ভালভোলিন কামিন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা চালিত 'হ্যাপিনেস ট্রাক' কলকাতায় পৌঁছেছে। সঞ্জয় গান্ধী ট্রান্সপোর্ট নগর, নতুন দিল্লি থেকে ফ্ল্যাগ অফ হওয়ার পরে ট্রাকটি উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড জুড়ে ৫টি গন্তব্য কভার করেছে।

এটি কলকাতার কিধিরপুরে পৌঁছেছিল এবং অনুষ্ঠানটি স্বয়ংচালিত প্রযুক্তির তথ্যমূলক সেশন এবং আকর্ষক প্রতিযোগিতায় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হ'ল মেকানিক্স, ফ্লিট মালিক এবং অন্যান্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের ক্ষমতায়ন ও সর্বশেষ প্রযুক্তিতে শিক্ষিত করে তাদের কাজে জড়িত করা। এটি কলকাতা থেকে আরও ২০টি শহরে যাত্রা চালিয়ে যাবে, ৪০-৪৫ দিনের ব্যবধানে মোট ২৬টি স্থান কভার করবে। মোটর ইন্ডিয়ার এই উদ্যোগটি অনেকগুলি শহর অতিক্রম করেছে এবং সারা দেশে ২৬টি স্থান কভার করেছে। হ্যাপিনেস ট্রাকের উদ্যোগ গত দুই বছর ধরে চলছে।

ভালভোলাইনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ সন্দীপ কালিয়া বলেছেন, "এই উদ্যোগ আমাদের সারাদেশে মেকানিক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাতে এবং সর্বদা বিকশিত স্বয়ংচালিত শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সাহায্য করবে। আমরা আমাদের মেকানিকদের সম্ভাব্য সব উপায়ে সমর্থন করে তাদের মঙ্গল নিশ্চিত করতে চাই।"

টাইগার ইন্ডিয়ার ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড মডিফাইড বোতল

কলকাতা: জাপানে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেশন প্রযুক্তি টাইগার কর্পোরেশনের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান টাইগার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (টিআইপিএল) ২০২২ সালের মে মাসে তাদের থার্মাল প্রোডাক্টে চারটি নতুন ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড বোতলের মডেল চালু করার মাধ্যমে ভারতে তাদের উপস্থিতি প্রসারিত করেছে।

"এমটিএ-এ", একটি ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড কার্বনেটেড বোতল, যা তৈরী করা হয়েছে তাদের জন্য যারা প্রতিদিন পানীয়ের জন্য কার্বনেটেড পানীয় বহন করতে চান। "এমসিএস-এ" হল একটি ঠান্ডা নিরোধক বোতল যা পান করার জন্য একটি স্টেইনলেস স্ট্র ব্যবহার করা হবে। যেখানে প্লাস্টিকবিহীন স্ট্র-এর গতি বাড়ছে সেখানে ভারতে ডি-প্লাস্টিক স্ট্র-এর বিস্তারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এটি তৈরি।

"এমসিটি-এ" ডিজাইনটি মানবাধিকার, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের বিবেচনায় "নো/কনফ্লিকট মিনারেলস", "নো/ফ্লুরিন", "ইয়েস/আমাদের নিজস্ব কারখানা", এবং "নো/প্লাস্টিক বর্জ্য" এই চারটি অঙ্গীকারের অধীনে জাপানের কিয়োটোতে সক্রিয় আগত এবং আসন্ন চিত্রকর "কামেইশিডো"-এর সাথে সহযোগিতায় করা হয়েছে।

এজিএল-এর ৪৪১ কোটি টাকার রাইটস ইস্যু ওপেন

কলকাতা: দেশের অন্যতম বৃহত্তম বাথওয়্যার সলিউশন এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেড (এজিএল) তার শেয়ারহোল্ডারদের সাবস্ক্রিপশনের জন্য ৪৪১ কোটি টাকা ব্র্যান্ডের রাইটস ইস্যু খুলেছে। কোম্পানির এই রাইটস ইস্যু ২৫ এপ্রিল খুলেছে যা বন্ধ হবে ১০ মে। রাইটস ইস্যু থেকে প্রাপ্ত অর্থ জিভিটি টাইলস, স্যানিটারিওয়্যার এবং এসপিসি ফ্লোরিং সহ মূল্য সংযোজন বিলাসবহুল সারফেস এবং বাথওয়্যার বিভাগে মরবি, গুজরাটে তিনটি নতুন অত্যাধুনিক উৎপাদন সুবিধা স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত রাইটস ইস্যুর অধীনে ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি শেয়ারে ৬৩টাকা মূল্যে অফার করা হয় অর্থাৎ ২৪% ডিসকাউন্ট ক্লোজিং শেয়ারের মূল্য এনএসই-তে ২২ এপ্রিল শেয়ার প্রতি ৮২.৯।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এজিএল-র বরাদ্দকৃত রাইট এনটাইটেলমেন্টের ট্রেডিং বিএসই এবং এনএসই তে ২৫ এপ্রিল থেকে ৫ মে (অনলাইনের জন্য) এবং ১০ মে পর্যন্ত (অফলাইনে) উপলব্ধ। ইস্যু সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, কোম্পানির মোট বকেয়া ইক্যুইটি শেয়ার ৫.৬৭ কোটি থেকে বেড়ে ১২.৬৭ কোটি হবে। এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর কমলেশ প্যাটেল বলেন, মোরবিতে দেশের মোট উৎপাদনের ৮০% এরও বেশি টাইলস উৎপাদন হয় এবং ১,১০০টির বেশি উৎপাদন ইউনিট রয়েছে।

■ এই বছরের শুরুর দিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আনুসারে, ভারতের শীর্ষস্থানীয় স্বয়ংচালিত ব্র্যান্ড, টাটা মোটরসের হ্যারিয়ার কাজিরাঙ্গা সংস্করণ - ল্যান্ড রোভার ডিএনএ সহ একটি প্রিমিয়াম এসইউভি, বিশ্ব পৃথিবী দিবস উপলক্ষে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের কাছে হস্তান্তর করেছে - যেখানে এক শিং গন্ডারের সংখ্যা বিপুল রয়েছে। হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন (এল-আর) সৌমেন পল – রিজিওন্যাল মানেজার সেলস, মোহন সাভারকার - ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রোডাক্ট লাইন এবং রাজন আম্বা - ভাইস প্রেসিডেন্ট সেলস, মার্কেটিং এবং কাস্টমার সার্ভিস, টাটা মোটরস প্যাসেঞ্জার ভেহিকেলস লিমিটেড, উপস্থিতিতে অমিত সাহাই আইএফএস, প্রধান বন সংরক্ষক যতীন্দ্র শর্মা আইএফএস - পরিচালক, কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান এবং রমেশ গগৈ, টাটা মোটর্স ও কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের উচ্চপদস্থ কাজিরাঙ্গা আধিকারিকরা। কোম্পানি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে এসইউভি-এর আনটামেড কাজিরাঙ্গা সংস্করণ চালু করেছিল, যা ভারতের সমৃদ্ধ ভৌগলিক এবং জৈবিক বৈচিত্র্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের অন্যতম সেরা জাতীয় উদ্যান এবং একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান – কাজিরাঙ্গাকে শ্রদ্ধা জানায়।

ডায়াবেটিসের জন্য গ্লেনমার্ক নিয়ে এল জিটাপ্লাসপিও

কলকাতা: জিটাপ্লাসপিও ব্র্যান্ড নামে বহুল ব্যবহৃত ডিপিপিঃ ইনহিবিটর, টেনেলিগ্লিটাজোন, টেনিলিপিটাজোন সহ একটি নভেলফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি) চালু করেছে গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (গ্লেনমার্ক)। যাতে রয়েছে টেনিলিগ্লিটপটিন (২০ এমজি)+পিওগ্লিটাজোন (১৫ এমজি) এবং যা দিনে একবার নিতে হবে। উল্লেখ্য, এটি নিয়ন্ত্রিত টাইপ ২ ডায়াবেটিস সহ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ভারতে একমাত্র উপলব্ধ ডিপিপিঃ এবং গ্লিটাজোন সংমিশ্রণ ব্র্যান্ড।

গ্লেনমার্ক হল ভারতে প্রথম কোম্পানি যারা টেনিলিগ্লিটপটিন+পিওগ্লিটাজোন-এর উদ্ভাবনী এফডিসি বাজারজাত করে। যাদের ইনসুলিন প্রতিরোধের গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণের উন্নতির জন্য টেনিলিগ্লিপ্টিন এবং পিওগ্লিটাজোন (আলাদা ওষুধ হিসাবে) দিয়ে চিকিত্সা প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে

এটি বিশেষ কার্যকরী। গ্লেনমার্কের গ্রুপ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হেড, ইন্ডিয়া ফর্মুলেশন অলোক মালিক বলেন, জিটাপ্লাসপিও প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিস রোগীদের বিশ্বমানের এবং সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসার বিকল্প প্রদান করে।

স্মার্ট সুপারস্টোর–একটি বিশাল ফরম্যাটের সুপারমার্কেট

রায়গঞ্জ: রিলায়েন্স রিটেলের লারজ ফর্ম্যাট সুপারমার্কেট স্মার্ট সুপারস্টোর রায়গঞ্জে পিআরএম মার্কেট সিটি মলে তার প্রথম স্টোর চালু করেছে। স্টোরটি গ্রসারি, ফল ও সবজি, দুগ্ধ পণ্য থেকে রান্নাঘর, হোমওয়্যার, পোশাক, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি সহ বিস্তৃত পণ্য অফার করে ওয়ান-স্টপ কেনাকাটার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

এর সাথে মিলছে সারা বছর ধরে পণ্যের সম্পূর্ণ পরিসরে ন্যূনতম ৫% বিলো এমআরপি গ্যারান্টিযুক্ত ডিসকাউন্ট এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় অফার যেমন সর্বনিম্ন ১৪৯৯ টাকার কেনাকাটায় মাত্র ৯ টাকায় ১ কেজি চিনি, মাসিক গ্রসারি কেনাকাটার জন্য ভারত জুড়ে পছন্দের সুপারমার্কেট। এটি স্টেপলস এবং ফল/সবজিতে প্রতিদিন সর্বনিম্ন দামের অফার করে। ১৫০০০ বর্গ ফুট জুড়ে প্রশস্ত রায়গঞ্জ স্টোরটি শহরের বৃহত্তম সুপারমার্কেট হবে। আরও প্রমোশনাল অফার যেমন ১১৫ টাকাতে তুলাই পাঞ্জি চাল ১ কেজি, ৭৫০ মিলি কোক/থাম্বস আপ/স্প্রাইট ৩ টা কিনলে ১ টা ফ্রি, ৯৫৯ টাকাতে আশির্বাদ হোল গম আটা ৫ কেজি + হিমানি সয়াবিন ৫ লিটার তেল ইত্যাদি অফার উদ্বোধনী উদযাপনের সময় দোকানে আরও গ্রাহকদের আকর্ষণ করবে।

ডেটল ইনটেনস কুল সাবানের জন্য ডেটলের নতুন ক্যাম্পেইন

কলকাতা: ভারতের নেতৃস্থানীয় জীবাণু সুরক্ষা ব্র্যান্ড ডেটল ডেটল ইনটেনস কুল সাবানের জন্য তার নতুন প্রচারাভিযান চালু করেছে যা প্রতিটি ওয়াসের সাথে ত্বককে সতেজ অনুভব করে ৫ সেন্টিগ্রেড শীতল অভিজ্ঞতা দেয়। ডেটল ইনটেনস কুল সাবান এবং এর বিশ্বস্ত জীবাণু সুরক্ষার সাথে মেনথলের মতো কুলিং এজেন্ট রয়েছে যা একটি প্রাণবন্ত, সতেজ সুবাস তৈরি করে।

সাবানে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত উপাদান এবং গ্লিসারিন থাকে যা ত্বককে ময়শ্চারাইজড এবং স্বাস্থ্যকর রাখে এবং ৯৯.৯% গন্ধ দূর করে যার ফলে শরীরে শীতল, পরিষ্কার এবং তাজা অনুভব হয়। আইএমএ দ্বারা প্রস্তাবিত, ডেটল ইনটেনস কুল সাবানগুলি একটি প্রচারমূলক অফারে উপলব্ধ (৩টা কিনলে ১টা বিনামূল্যে))। এটি ৭৫গ্রাম এবং ১২৫গ্রামে ৪টি সাবানের প্যাকের জন্য যথাক্রমে ১৩৫ টাকা এবং ২২৫ টাকায় পাওয়া যাবে। এটি সমস্ত গ্রসারি স্টোর, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ফার্মাসিস্ট এবং নেতৃস্থানীয় ই-কমার্সে উপলব্ধ।

রেকিট-এর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিপণন পরিচালক দিলেন গান্ধী বলেছেন, "আমাদের গবেষণা ইঙ্গিত করে, ভোক্তারা এমন একটি সমাধান খুঁজছেন যা তাদের গ্রীষ্মের তীব্র তাপ তরঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাৎক্ষণিক শীতল অভিজ্ঞতা দেয়।"

অনুন্নত ছাত্রদের ক্ষমতায়নের জন্য রোবোটিক ল্যাব

শিলিগুড়ি: ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন, ভি-এর সিএসআর শাখা এবং এরিকসন ইন্ডিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদের নতুন যুগের শেখার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সারা দেশে দশটি স্কুলে অত্যাধুনিক রোবোটিক ল্যাব স্থাপন করতে অংশীদারিত্ব করেছে এবং ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে তাদের প্রস্তুত করছে।

ডিজিটাল ল্যাবগুলি ১১-১৪ বছর বয়সী স্কুলের বাচ্চাদের প্রোগ্রামিং এবং নতুন প্রযুক্তির জগতের সাথে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হাতে ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটির লক্ষ্য এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তিকে আলিঙ্গন করার এবং সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য সাহস জাগানো। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের স্কুলে দশটি ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। একটি বিস্তৃত ট্রেন-দ্য-ট্রেনার প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে সমাজের একটি বৃহত্তর অংশকে উপকৃত করতে এটিকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। এটি অভিনব প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ১.৬ মিলিয়নেরও বেশি শিশুকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করেছে। ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম 'জিগ্যাসা'-এর লক্ষ্য হল শিক্ষকদের সক্ষমতা তৈরি করা, ডিজিটাল বিষয়বস্তু, প্রশিক্ষণের সরঞ্জাম এবং উদ্ভাবনী শিক্ষাবিদ্যা প্রবর্তন করা যাতে শেখা এবং শেখানো দুটোই আরও আনন্দদায়ক হয়। গুরুশালা ডিজিটালভাবে হাজার হাজার শিক্ষক এবং ছাত্রদের যে কোনো জায়গায় এবং যে কোনো সময় শিক্ষার্থীদের শেখার ও উন্নয়নের জন্য উপাদান সামগ্রী আপলোড এবং অ্যাক্সেস করতে সক্ষম করে। ভোডাফোন আইডিয়া স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ই-লার্নিং অবকাঠামোর জন্য যোগ্য ছাত্র এবং অসামান্য শিক্ষকদের সহায়তা প্রদান করে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের চিফ রেগুলেটরি এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার এবং ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর মিঃ পি বালাজি বলেছেন, "আমাদের প্রযুক্তি ভিত্তিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে, বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শেখার, বেড়ে ওঠা এবং প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সাথে কাজ করছি।"

সোনির নতুন ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টিভি সিরিজ

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো নতুন ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টেলিভিশন সিরিজ। এই টিভিগুলিতে রয়েছে ৪কে আল্ট্রা এইচডি এলইডি ডিসপ্লে। এই নেক্সট জেনারেশন টেলিভিশনগুলি একেবারে ট্রু-টু-লাইফ ভিউয়িং এক্সপিরিয়েন্স দেয় দর্শকদের। ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টিভি সিরিজের সঙ্গে দর্শকরা পৌঁছে যেতে পারেন বিশুদ্ধ বিনোদনের জগতে, আর নানারকম থ্রিলিং গেম, দুর্দান্ত কলারের মুভি ও অপূর্ব ৪কে ক্ল্যারিটির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। সেইসঙ্গে নিখুঁত ও স্বাভাবিক শব্দ তো থাকছেই। সোনির নতুন ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টিভি সিরিজ পাওয়া যাচ্ছে ৪টি সাইজে: ১৬৫সেমি (৬৫), ১৪০সেমি (৫৫), ১২৬সেমি (৫০) ও ১০৮সেমি (৪৩)। ২ মে থেকে এইসব মডেল কেনা যাচ্ছে সকল সোনি সেন্টার, মুখ্য ইলেকট্রনিক স্টোর্স ও ই-কমার্স পোর্টালগুলি থেকে।

সোনি ব্রাভিয়া এক্স৭৫কে টিভি সিরিজের টেলিভিশনগুলির দাম এরকম: কেডি-৪৩এক্স৭৫কে – ৫৫৯৯০ টাকা, কেডি-৫০এক্স৭৫কে – ৬৬৯৯০ টাকা, কেডি-৫৫এক্স৭৫কে – ৭৬৯৯০ টাকা ও কেডি-৬৫এক্স৭৮কে – ১০৯৯৯০ টাকা।

অ্যামাজন ৪ মে থেকে চালু করছে সামার সেল

শিলিগুড়ি: অ্যামাজন ডট ইন-এর 'সামার সেল' শুরু হচ্ছে ৪ মে থেকে। এবারের সামার সেল চলাকালীন ক্রেতারা বিভিন্ন নামী ব্র্যান্ডের পণ্যসামগ্রী কেনাকাটায় প্রচুর সাশ্রয়ের সুযোগ পাবেন। এবারই প্রথম অ্যামাজন চালু করছে 'কাউন্টডাউন ডিলস'। এর ফলে সকল ক্রেতা ৩ মে অবধি আগেভাগেই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ও ক্যাটাগরির পণ্যসামগ্রী কেনাকাটার ক্ষেত্রে নানারকম অফারের সুবিধা নিতে পারবেন।

গ্রাহকদের আরও সুবিধা দিতে বেশকিছু সহজ ফিনান্স অপশন রাখা হয়েছে, যেমন ১০% ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিস্কাউন্ট পাওয়া যাবে আইসিআইসিআই ব্যাংক, কোটাক ও আরবিএল ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডে, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং বাজাজ ফিনসার্ভে নো-কস্ট ইএমআই, এক্সচেঞ্জ অফার, নির্বাচিত ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডে বাড়তি অফার, ইত্যাদি। অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে গ্রাহকরা কেনাকাটায় ৫% অবধি ছাড়ের সুবিধা নিতে পারবেন। নতুন ইউজারগণ সাইন-আপ করে অ্যামাজন পে ইউপিআই ব্যবহারের মাধ্যমে কেনাকাটা করতে পারবেন এবং অতিরিক্ত ১০% বা ১০০ টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন। গ্রাহকরা রিওয়ার্ডস ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন। 'অ্যামাজন পে লেটার' ব্যবহারের দ্বারা ইউজারগণ ৬০,০০০ টাকা অবধি ইনস্ট্যান্ট ক্রেডিট আর সেইসঙ্গে ১৫০ টাকা ফ্ল্যাট ক্যাশব্যাক পেতে পারেন এবং সকল শপিং অর্ডারে ১০০টাকা ক্যাশব্যাকের সুবিধা নিতে পারেন।

অ্যামাজন ডট ইন-এর কেনাকাটার ক্ষেত্রে ইংরেজি ছাড়াও হিন্দি, মারাঠি, বাংলা, কন্নড়, তেলুগু, তামিল ও মালয়ালম-সহ ৮টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

কেএফসি নিয়ে এসেছে ম্যাচ ডে স্পেশালস

শিলিগুড়ি: 'বেস্ট ম্যাচ ভিউয়িং পার্টনার' হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেএফসি নিয়ে এসেছে সুপার ৪এস ও সুপার ৬এস ম্যাচ ডে স্পেশালস। সুপার ৪এস ও সুপার ৬এস অফার পাওয়া যাবে বাকেট হিসেবে অথবা মিল অপশনে, যার সঙ্গে থাকবে হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন, চিকেন স্ট্রিপস ও চিকেন পপকর্ন।

সুপার ৪এস ও সুপার ৬এস বাকেটের প্রতিটিতে থাকবে ৪ ও ৬ পিস হট অ্যান্ড ক্রিস্পি ও চিকেন স্ট্রিপস। মিল অপশন নিলে পাওয়া যাবে বাড়তি চিকেন পপকর্ন, ফ্রাই ও পেপসি। চিকেন-লেগ লাভারদের জন্য রয়েছে ড্রিম টিম বাকেট, যাতে থাকবে ১০টি লেগ পিস ও ৪টি ডিপ। বিরিয়ানি লাভারদের জন্য আছে হাউজ্জ্যাট বিরিয়ানি কম্বো, যাতে থাকবে ফ্লেভারফুল পপকর্ন চিকেন বিরিয়ানি বাকেট, ২ গ্রেভি, ৪টি হট উইংস ও একটি পেপসি। এইসব ক্রিস্পি, ক্রাঞ্চি, ম্যাচ ডে স্পেশাল অফারের সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে কেএফসি'র ৫এক্স সেফটি প্রমিস। কেএফসি অ্যাপ বা ওয়েবসাইট (https://online.kfc.co.in) সকলের জন্য কিছু না কিছু দেবার জন্য রয়েছে, এবং তা ২৯% অবধি ছাড় সমেত।

'ভি' ও 'আইসিআরআইইআর'-এর মউ স্বাক্ষরিত

শিলিগুড়ি: টেলিকম পলিসি, গভর্ন্যান্স ও রেগুলেশনের ক্ষেত্রে গবেষণাগত পরামর্শ ও নীতি নির্ধারণে সহযোগিতা এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাফল্যের লক্ষ্যে ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড ('ভি') সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক রিলেশন্স-এর ('আইসিআরআইইআর') সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য হল একটি টেলিকম সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) গড়ে তোলা, যার নাম হবে ইনভিসিটি (InViCT) অর্থাৎ 'আইসিআরআইইআর অ্যান্ড ভোডাফোন আইডিয়া সেন্টার ফর টেলিকম'।

সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে আইসিআরআইইআর-এর ডিরেক্টর ও সিইও ড. দীপক মিশ্র ও ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের চিফ রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মি. পি বালাজীর মধ্যে একটি 'মউ' স্বাক্ষরিত হয়েছে। গভর্নমেন্ট, অ্যাকাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত করে একটি কমন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে টেলিকম সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। এরফলে ভারতের টেলিকম সেক্টরের 'এমার্জিং টেকনোলজি' ও 'বিজনেস ট্রেন্ডস' অনুসারে সুসংহত নীতি রূপায়ণ সম্ভব হবে। ইনভিসিটি একটি স্বচালিত রিসার্চ সেন্টার হিসেবে চালিত হবে এবং প্রাইভেট সেক্টর, অ্যাকাডেমিয়া ও গভর্নমেন্টের সংশ্লিষ্ট সকলকে একত্রিত করে কাজ চালাবে। এর মূল গবেষণার লক্ষ্য হবে আইসিটি-সহ টেলিকম ও সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরের পলিসি, রেগুলেশন ও প্র্যাক্টিস।

নতুন দিল্লিতে অবস্থিত সেন্টারটি পরিচালিত হবে একটি বোর্ডের দ্বারা, যার কো-চেয়ারম্যান থাকবেন 'আইসিআরআইইআর' ও 'ভিআইএল'-এর নমিনি। বোর্ডে থাকবেন ডিওটি, টিআরএআই ও সিওএআই-এর সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভগণ।

২০২৯ সালে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছবে : আইএমএফ

নয়াদিল্লি: ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকেই ভারতের পাখির চোখ। ২০২৫-এর মধ্যে এই লক্ষ্য পূরণ করতে চায় কেন্দ্রিয় সরকার। হাতে আর ৩ বছর সময় রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই সময়ের মধ্যে ভারতের অর্থনীতি ৫ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে না। একটি রিপোর্টে এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ। মোদি সরকারকে আকাশ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনে তাদের রিপোর্টে বলেছে, ভারতের এত বড় অর্থনীতি হতে এখনও অনেক সময় লাগবে।

২০২৫ সালের মধ্যে ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু করোনার জেরে অর্থনীতি প্রায় কোমায় চলে গিয়েছে। ফলে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে তার পক্ষে এই বিশাল লাফ দেওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আইএমএফ যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে ২০২৯ সালের মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছতে পারে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

আইএমএফ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষের মধ্যে ৪.৯২ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নির্ধারিত সময়ের থেকে ৪ বছর বিলম্ব হবে।

■ব্রোঞ্জ জিতল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

বেঙ্গালুরুতে খেলো ইন্ডিয়া গেমসে টেবিল টেনিসে মহিলা বিভাগে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ২ মে সেমিফাইনালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৫-০ ব্যবধানে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হেরে যায়। নিজেদের ম্যাচ হেরে যান শতপর্ণী দে, দিক্ষা বিশ্বাস ও ঐন্দ্রিলা দেবনাথ। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে শতপদীয়া -১ ব্যবধানে জৈন ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছিলেন।

■শিলিগুড়ির ক্যাপ্টেন উদিত

বর্তমানে অনুষ্ঠিত আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়িদল ৩ মে রওনা হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা ঘোষিত দলে রয়েছে উদিত চৌধুরী (অধিনায়ক), রিকুমার বাই, সুজন জেরী, ফুনরাজ সাহা, করণ মাহাতো, কঠিন রায়, ব্রনিক কুর, ময়ূখ নন্দী, সোহানা পাল, জয়দীপ পাল, সাকিনি প্রধান, অনিমের রাসোলি, সম্রাট দে, নৌপ্তত সিনহা।

■রোড রেসে প্রথম সাবিনা, কোয়েল

২ মে শিলিগুড়িতে ১৮ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন সাবিনা বাই ও সীমা নাযায়। অনুষ-১৫ বিভাগের কিলোমিটার বেগে প্রথম কোরেল রায়।

■রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে শিলিগুড়ির ৩

৩০ এপ্রিল ও ১ মে চন্দননগরে অনূর্ধ্ব-১৪ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিলিগুড়ি থেকে তিনজন অংশ নেন। তারা হল স্বাগতা নিয়োগী, ঈশা প্রসাদ ও মহাদেব মণ্ডল। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সহসচিব সঙ্গ নন্দী জানিয়েছেন, স্বাগতা নামবে মেয়েদের ৬০ মিটারে। মহাদেব ও ঈশা যথাক্রমে ছেলে ও মেয়েদের ৬০০ মিটার ইভেন্টে তারা অংশ নিয়েছেন।

■রেকর্ড গরল অনির্বাণ

রাজ্যের সেরা অ্যাথলেটিক্সের শিরপা পেল অনির্বাণ।হুগলীতে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে ট্রায়াথন ও ব্যাক্তিগত ইভেন্ট ক্রিকেট বল থ্রোয়ে জলপাইগুড়ির অনির্বাণ অধিকারী সোনা জিতেছে। একই সঙ্গে ৬৯.৫৫ মিটার থ্রো করে নতুন রেকর্ড গড়েছে অনির্বাণ। এর আগে এই বিভাগে রেকর্ড ছিল ৯৬ মিটার। প্রতিযোগিতায় জলপাইগুড়ি রানার্স হয়েছে।

■জিতল বিরাজ-সুবোধ

ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের পরিচালনায় সুভাষ বসু ও মিতানু সেনশর্মা ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন বিরাজ দে-সুবোধ অধিকারী। ফাইনালে তারা এসপি ব্যানার্জী-দিলীপ সাহাকে হারিয়েছেন।

ঋদ্ধিমানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে নির্বাসিত বোরিয়া মজুমদার

কলকাতা: ঋদ্ধিমান সাহাকে হুমকি দেওয়া সাংবাদিককে দোষী পেল ভারতীয় বোর্ড। বোরিয়া মজুমদারকে দু'বছরের জন্য নির্বাসিত করল বিসিসিআই। এমনকি এই সময়ে তিনি ভারতীয় কোনও ক্রিকেটারের সাক্ষাৎকারও নিতে পারবেন না বলে বোর্ডের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি বোর্ড আয়োজিত কোনও ম্যা চ বা ইভেন্ট কভার করতে পারবেন না। সমস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে সেই নির্দেশিকা নাকি দিয়ে দেবে বোর্ড। বলে দেওয়া হবে, অভিযুক্ত সাংবাদিককে মাঠেও ঢুকতে দেওয়া যাবে না। সূত্রের খবর, আইসিসিকেও চিঠি লিখে অভিযুক্ত সাংবাদিককে 'ব্ল্যাকলিস্ট' করতে বলা হচ্ছে।

ঋদ্ধিমান একটি টুইট করেন ১৯ ফেব্রুয়ারি। সেই টুইটে তিনি অভিযোগ করেন যে এক সাংবাদিক তাঁকে হুমকি দিয়েছেন। ঋদ্ধিমানকে হুমকি দিয়ে সাংবাদিকের পাঠানো মোবাইল মেসেজের তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেই সাংবাদিকের নাম জনসমক্ষে নেননি তিনি। বোর্ডের কাছেই তাঁর নাম জানিয়েছিলেন। এদিকে এই সব কিছুর পরেই বোরিয়া মজুমদার অভিযোগ করেন যে স্ক্রিন শটকে নিজের মতো করে বিকৃত করেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। কমিটিকেও নিজের বক্তব্য জানান বোরিয়া মজুমদার।

বিসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লা, কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমল, কাউন্সিলর প্রভতেজ সিং ভাটিয়া এই শাস্তির সিদ্ধান্তের বিষয়ে সহমত হন। এর আগে বিসিসিআই আধিকারিক জানিয়েছেন, ''আমরা সমস্ত রাজ্য সংস্থাকে জানিয়ে দেব তাঁকে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে না দিতে, কোনও অ্যাক্রেডিটেশন পাবেন না তিনি, ঘরোয়া ম্যাচ কভার করার অনুমতি পাবেন না, আইসিসিকেও এই বিষয়ে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে। প্লেয়ারদেরও বলে দেওয়া হবে তাঁর সঙ্গে কথা না বলতে।''

ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর নিয়ে জল্পনা

কলকাতা: ইস্টবেঙ্গলের সাথে শ্রী সিমেন্ট এর সম্পর্ক শেষ হয়েছে কিছুদিন আগেই। এখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন এটাই, এবার ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর কে হবে?

কয়েকদিন আগে লাল-হলুদ কর্তা দেবব্রত সরকার দেখা করতে গেলেন সিএবি বোর্ড সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে। দুজনের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে তা অবশ্য স্পষ্ট করে জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, এবার হয়তো ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগ করতে পারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখ্য ভূমিকা থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

মহিলা ফুটবল টিমে আলিপুরদুয়ারের তিন

আলিপুরদুয়ার: অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা মহিলা ফুটবল টিমে ৩০ জনের স্কোয়াডে জায়গা করে নিল আলিপুরদুয়ারের তিন মেয়ে। জেলার বনচুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিব আদিবাসী ঘরের ওই তিন ফুটবলার হলেন দীপিকা ওঁরাও, আশা খাঁড়িয়া ও পুষ্পিতা ওঁরাও। এরমধ্যে প্রথম দু'জনের বাড়ি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামে। আর পুষ্পিতার বাড়ি ওই পঞ্চায়েতের বনচুকামারি গ্রামে।

বাংলা অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল ভর টিমের স্কোয়াডে পঞ্চায়েতের তিন কন্যা সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছাসিত জেলার ফুটবল মহল। তিন মহিলা ফুটলারই এখন সংবর্ধনার বন্যায় ভাসছে। সোমবার বনচুকমারি হাটখোলায় মঞ্চ বেঁধে ঘটা করে জেলার তিন কৃতী ফুটবলারকে সংবর্ধনা দেয় তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের বনচুকামারি অঞ্চল নেতৃত্ব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তৃণমূলের অঞ্চল কমিটি ছাড়াও সংবর্ধনা হিসেবে তাদের হাতে ব্যক্তিগত ভাবে ফুটবল জার্সি, উত্তরীয়, বুট ও নগদ অর্থ তুলে দেন। দলের জেলা চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী, তৃণমূল নেতা সুরেশ রায় প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক সঞ্চয় ঘোষ বলেন, পুষ্পিতা, দীপিকা ও আশা অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা মহিলা ফুটবল টিমে সুযোগ পাওয়ায় আমরা গর্বিত। ওদের এই সাফল্য জেলার মহিলা ফুটবলারদের আরও উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করবে। প্রসঙ্গত, ওই তিন মহিলা ফুটবলারই আদিবাসী গরিব ঘরের। প্রত্যেকের বাবা, মা দিন মজুরের কাজ করে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ওই তিন মেয়ে বাংলা টিমে সুযোগ পাওয়ায় জেলার ফুটবল মহল আশাবাদী।

দার্জিলিঙের জিমখানায় তৈরি করা হচ্ছে তিনটি টেনিস কোর্ট

দার্জিলিং: ২৮ এপ্রিল দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি আন্তর্জাতিকমানের টেনিস কোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ২৮ এপ্রিল এই টেনিস কোর্টের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ পুলিশের আইজি ডিপি সিং। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এই কোর্ট গড়ার জন্য ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা করেছে।

দার্জিলিং জিমখানার টেনিস কোর্টগুলি ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে এই কোর্টগুলি আন্তর্জাতিক মানের উন্নীত করার দাবি উঠেছিল। এই টেনিস কোর্টে জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা আয়োজনের করা সম্ভব হবে। জিমখানা ক্লাবের সভাপতি জামলিং তেনজিং নোরগে বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হল। আগামীতে এখানে আন্তর্জাতিকমানের টেনিস প্রতিযোগিতা করার পরিকল্পনা আছে।

বদলে যাচ্ছে আইএসএল-এর প্লে-অফের নিয়ম

কলকাতা: মে আটটি দল নিয়ে শুরু হয়েছিল আইএসএল। এটিকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো দলগুলি আইএসএল-এ যোগ দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার মান যেমন বেড়েছে, তেমনই ম্যাচ দেখার আগ্রহ বেড়েছে ফুটবলপ্রেমীদেরও। বর্তমানে মোট ১১টি দল নিয়ে হয় আইএসএল। লিগ তালিকার প্রথম চারটি দল চলে যায় প্লে অফে। সেখানে সেমিফাইনাল হয় দুই লেগে। শীর্ষে থাকা দলটি খেলে চতুর্থ স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে লড়াই হয় দুই ও তিন নম্বর দলের মধ্যে। সেই দুই লেগ মিলিয়ে যে দুটি দল এগিয়ে থাকে, তাদের মধ্যেই হয় ফাইনাল ম্যাচ। কিন্তু এবার এই প্লে অফের নিয়মেই খানিক বদল ঘটতে চলেছে।

ইতিমধ্যেই ছয় দল নিয়ে প্লে-অফ করার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে আইএসএল টেকনিক্যাল কমিটি বলে জানা গিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, লিগ তালিকায় থাকা প্রথম দুটি দল সরাসরি পৌঁছে যাবে সেমিফাইনালে। বাকি চারটি দলকে সিঙ্গল লেগ কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে। এক্ষেত্রে তালিকার তিন ও ছ'নম্বর এবং চার ও পাঁচ নম্বর দল মুখোমুখি হবে। পয়েন্ট টেবিলে যে দল উপরে থাকবে, সেই দলের ঘরের মাঠে হবে ম্যাচ। এরপর হবে সেমিফাইনাল। এর ফলে প্রতিযোগিতার মানও আরও উন্নত হবে বলে আশা কর্তৃপক্ষের।

বাংলা দলের দুই ফুটবলারকে চাকরি

কলকাতা: সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা জিততে না পারলেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপহার পেলেন দলের খেলোয়াড়রা। আগামী ৯ মে দলের অধিনায়ক মনোতোষ চাকলাদার ও স্ট্রাইকার দিলীপ ওরাওঁয়ের হাতে তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। সেটা জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে দুই ফুটবলারের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

৫ মে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান অরূপ বিশ্বাস। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, "দিলীপ ওরাওঁ ও মনোতোষ চাকলাদার, এই দুই ফুটবলারকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। দুই ফুটবলারই অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে উঠে এসেছে। সংবাদমাধ্যম মারফত মুখ্যমন্ত্রী ওদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা জানতে পেরে নিজের কোটা থেকে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

জাতীয় স্তরে রুপোজয়ী টেকমি

কলকাতা: পেটে টিউমারের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে সুদূর মেঘালয়ের শিলং থেকে রুপোর পদক নিয়ে ২৮ এপ্রিল বাড়ি ফিরলেন শিলিগুড়ির টেকমি সরকার। এই জয়ের কারণে গর্বিত গোটা ক্রীড়ামহল। টেবিল টেনিস নগরী শহর শিলিগুড়ি, তা পুনরায় আরও একবার প্রমাণ করলেন বর্ষীয়ান অমিত দামের কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া খেলোয়াড় টেকমি। এ আয়োজিত হয়।

টেবিল টেনিস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার আয়োজিত জাতীয় প্রতিযোগিতা ১৮ থেকে ২৫ এপ্রিল মেঘালয়ের শিলং-এ আয়োজিত হয়েছিল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের যাওয়ার আগেই পেটে ব্যাথা শুরু হয়। রে পর তাঁর পেটের ব্যাথার পরিক্ষা করার পর তাঁর পেটে টিউমার ধরা পড়ে। টিউমারের ব্যাথায় কারত হয়ে পরলে তাঁকে শিলিগুড়ি হাস্পাতালে ভর্তি করা হয়। এর পর হাসপাতালে ৩ দিন তাঁর চিকিৎসা চলে।

কার্যত সুস্থ হয়ে শিলংয়ে পাড়ি দেন টেকনি। অবশেষে অসম্ভব প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দেন জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিভাগে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যকে পিছনে ফেলে রুপোর পদক পেয়েছেন শিলিগুড়ির টেকমি। স্বভাবতই তাঁর এই সাফল্যে খুশি শিলিগুড়ির ক্রীড়ামহল।

প্রশিক্ষক অমিত নাম বলেন, আশা ছিল আরও ভালো ফল করবে টেকমি। তবে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ফল খুব একটা ভালো না হলেও আমি খুশি। আগামীতে আরও ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী। শুধু আমিই নয়, শহরের গর্ব টেকনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96